ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-127 ■ 6 February, 2026 ■ আগরতলা ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২৩ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংসদে বিরোধীদের আচরণ রাষ্ট্রপতির প্রতি চরম অপমান ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। সংসদে বিরোধীদের আচরণ রাষ্ট্রপতিকে চরম অপমান করেছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এভাবেই বিরোধীদের নিশানা করেছেন। এদিন রাজ্যসভায় বিরোধীদের শ্লোগান এবং বয়কটের মধ্য দিয়েই প্রধানমন্ত্রী ভাষণ সমাপ্ত করেছেন।

এদিন মোদী বলেন, ভারত অনেক দেশের কাছে একটি বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার হয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সাথে তিনি কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করেন এবং দেশের প্রতিরক্ষা খাতের সংস্কার** তুলে ধরেন। তিনি অপারেশন সিঁদুর—এর প্রশংসা করে বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পেত না। তার সরকারের সময় সেনাদের জন্য দেশের ধনভান্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে। মোদী আবার উল্লেখ করেন, তাঁর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রায়ই এই সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত।

অর্থনীতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২১ শতকের দ্বিতীয় প্রান্ত ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করবে। তিনি উল্লেখ করেন, দেশ "ফ্রাজাইল ফাইভ" থেকে দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির অবস্থানের দিকে এগোচ্ছে। ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের প্রসঙ্গে মোদী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন পূর্ববর্তী সরকার নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস রেখে গিয়েছিল।

একটি তীব্র আক্রমণে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী---কে দোষারোপ করেন, যিনি বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য কেন্দ্রীয় রবনীত সিং ভিন্নু—কে 'দেশদ্রোহী' বলেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে নিহত ১৬ শ্রমিক

শিলং, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। মেঘালয়ের ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলস জেলার থাংসকু এলাকায় এক অবৈধ কয়লা খনিতে বড় ধরনের বিস্ফোরণের পর অন্তত ১৬ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এটি সাম্প্রতিক বছরের সবচেয়ে প্রাণঘাতী খনি দুর্ঘটনার মধ্যে একটি।

ইস্ট জাইন্টিয়া হিলস পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, উদ্ধার অভিযান চলাকালীন এখন পর্যন্ত ১৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণটি খনিতে কয়লা উত্তোলনের সময় ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এর ফলে খনি ধসে বহু শ্রমিক ভূগর্ভে আটকা পড়েছেন। বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে প্রাথমিক তথ্য অনুসারে এটি সক্রিয় খনি কর্মকাণ্ডের সময়

ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনা থেকে একজন শ্রমিক আহত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছেন। তাকে প্রথমে সুতঙ্গা প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে নেওয়া হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলং-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার শারীরিক অবস্থা তদারকি করা হচ্ছে।

উদ্ধার অভিযানে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)—এর টিম স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কাজ করছে। অভিযানটি চলছে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে, যেখানে মাটির অস্থিতিশীলতা এবং পুনরায় ধসের ঝুঁকি রয়েছে।

যদিও পুলিশ সুপার কুমার বলেন, প্রাথমিক তথ্য অনুসারে খনিটি সম্ভবত অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। তবে পুরো তথ্য যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত তদন্ত করা হবে। এটি তদন্ত ও অনুসন্ধানের বিষয়," তিনি উল্লেখ করেন।

ঘটনাটি আবারও ইস্ট জাইন্টিয়া হিলসে অবৈধ কয়লা খনির দানা বাঁধা সমস্যাকে সামনে এনেছে, যেখানে আদালতের নির্দেশনা এবং নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও নিরাপদ নয় এমন খনি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধার অভিযান চলাকালীন এবং তদন্ত এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেট জনবিরোধী নারীবিরোধী ও কর্পোরেটমুখী নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ।।২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট জনবিরোধী, নারীবিরোধী ও কর্পোরেটমুখী। এমনটাই অভিযোগ তুলে শহরের রাজপথে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। এদিন মিছিল থেকে সকল অংশের জনগণকে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এদিনের মিছিলটি মেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এসে এক বিক্ষোভ সভায় মিলিত হয়। মিছিল চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা স্লোগানের মাধ্যমে প্রশ্ন তোলেন কেন কেন্দ্রীয় বাজেটে মনরেগা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইটভাট্টায় মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কালিখলা এডিসি ভিলেজে একটি ইটভাটায় এক মহিলা শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে ইটভাটার শ্রমিক আবাসন থেকে ওই মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, নিহত মহিলা শ্রমিকের নাম স্বপ্না টিক্কা (২২)। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী জগন্নাথ কুজূর (২৪) একই ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই 'রাঁচির শ্রমিক' নামে পরিচিত।

আরও জানা যায়, কালিখলা এডিসি ভিলেজের বি এম আই নামক ইটভাটাটিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৮৫ জন। এর মধ্যে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা নারী- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজের দোকানেই উদ্ধার মিষ্টি ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ।।: বিশালগড়ের কড়ুইমুড়া বাজারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়। আজ সকালে নিজের মিষ্টির দোকান থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অমরেশ দেবনাথ। তিনি পেশায় একজন মিষ্টি ব্যবসায়ী ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই সকালে বাজারে দোকান খুলতে এসে আশপাশের ব্যবসায়ীরা দোকানের ভেতরে অমরেশ দেবনাথের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ঋণের চাপ ও আর্থিক সমস্যায় ভুগছিলেন অমরেশ দেবনাথ। সেই মানসিক চাপ থেকেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে পরিবারের ধারণা।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় কড়ুইমুড়া বাজার এলাকার ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্যে এখন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার তার সাধ্যমত সাহায্য করে নানা সমস্যা দূর করে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চায়। রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষদের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে গিয়ে অযথা অর্থব্যয় না করাই ভালো। রাজ্যেই এখন অনেক ক্ষেত্রে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিমেডিসিন পরিষেবার সহায়তায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া যেতে পারে। আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৬২তম পর্বে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে চিকিৎসাজনিত ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আসা মানুষের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে চিকিৎসাজনিত ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থী মানুষের সমস্যার কথা শুনেন এবং সমস্যা সমাধান করার উদ্যোগ নেন। সম্প্রতি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন আনন্দনগর দশ নম্বর পাড়ার অনুকুল দাসের সন্তান। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে মুখ্যমন্ত্রী আজ সহায়তা হিসেবে অনুকুল দাসের হাতে ৪ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। অমরপুর মহকুমার পশ্চিম তৈচলং গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র বিজনকন্যা মলসমের ছেলে এসেছে তার পিতার চিকিৎসার সহায়তার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত কিছু শুনে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদেব বিজনকন্যার দ্রুত চিকিৎসার এবং সমস্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। খোয়াই জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প:বঙ্গের নির্বাচন নিয়ে রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের সাথে বৈঠকে সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদর দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গো, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে.সি. বেণুগোপাল এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এছাড়াও বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শীর্ষ নেতৃত্ব এবং সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের কৌশল, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে দলের ভিত্তি আরও মজবুত করার ওপর জোর দেন এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা ও দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে আন্দোলন ও নির্বাচনী প্রস্তুতির রূপরেখা নির্ধারণ করেন।

২৫ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা এখনই প্রদান

বাকি প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে মমতা সরকারকে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ।। পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা সম্পর্কিত দীর্ঘ লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, অবিলম্বে ২৫ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করতে হবে এবং বাকি পরিমাণের প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সঞ্জয় করাল বলেন, মহার্ঘ্য ভাতা পাওয়া একটি আইনগতভাবে প্রযোজ্য অধিকার, যা পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের পক্ষে ইতিমধ্যেই সৃষ্ট হয়েছে। বেতন ও ভাতা বিধিমালা সংশোধন নিয়ম অনুযায়ী সর্বভারতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক-এর ভিত্তিতেই মহার্ঘ্য ভাতা নির্ধারণ করতে হবে। বেঞ্চের অন্য বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি সঞ্জয় করাল ২০০৮-২০১৯ সালের রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বকেয়া ভাতা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন।

একটি চার-সদস্য কমিটি গঠন করা হয়েছে যা এই বকেয়া পরিমাণ নির্ধারণ করবে, পরিশোধের ফিক্সচার ঠিক করবে এবং পরবর্তী সময়ে পরিমাণ যাচাই করবে। কমিটিতে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা (চেয়ারপারসন), অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারলোক সিং চৌহান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গৌতম ভাদুরি এবং কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বা রাজ্য সরকারের পরামর্শে অন্য একজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা।

কমিটির সুপারিশ ৬ মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং বাকি মহার্ঘ্য ভাতার প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে একটি সম্মতি প্রতিবেদন শীর্ষ আদালতে জমা দিতে হবে।

বিচারপতি করাল মন্তব্য করেন, মহার্ঘ্য ভাতা হল মূল্যস্ফীতি প্রভাবকে নিরপেক্ষ করার একটি ব্যবস্থা। জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি পেলে বেতন সেটিকে অনুসরণ না করলে কর্মচারীর জীবনমানের অবনতি হয়। মহার্ঘ্য ভাতার মাধ্যমে রাজ্য নিশ্চিত করে যে কর্মসংস্থান অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে। তিনি আরও বলেন, মহার্ঘ্য ভাতা কোন অতিরিক্ত সুবিধা নয়, এটি ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার উপায়। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মহার্ঘ্য ভাতা হলো মূল্যস্ফীতি ও বেতনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই, এবারে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতেই হবে ঃ রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। আমাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই, এবারে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতেই হবে। নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা অন্তর্গত কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার মন্ডল-১ এবং ২-এর বুথ বিজয় কর্মশালা ২য় পর্বে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে সামনে রেখে সেখানে দলীয় প্রচারে গেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের মাননীয় চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। তাদের উপস্থিতিতেই বুথ বিজয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এদিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, আমাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই, এবারে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতেই হবে। ভারত বর্তমানে অর্থনীতির দিক দিয়ে চতুর্থস্থানে রয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে প্রথম স্থানে উঠে আসতে হবে। প্রতিটি রাজ্যের অবদানের ফলেই এটি সম্ভব। তাই পশ্চিমবঙ্গে এবারে বিজেপির জয় অত্যন্ত জরুরি বলে দাবি করেন তিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের কাজ করতে উৎসাহিত করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরিক দলের বিরুদ্ধে কটুক্তি বন্ধ না হলে সরকার ছাড়ার ইঙ্গিত প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।। শরিক দলকে নিয়ে কিছু বিজেপি নেতৃত্বের মন্তব্য ঘিরে প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানালেন তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বিজেপির একাংশের নেতৃত্ব যদি তাঁদের বক্তব্যে সংযম না দেখান, তাহলে তিপরা মথা সরকারে থাকবে কি না, তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হবে।

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো। কিন্তু প্রদেশ বিজেপির কিছু নেতা যেভাবে শব্দ চয়ন করছেন, তা বিরোধী দলের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য নয়, অথচ সেই ভাষাই তারা শরিক দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রদ্যোত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২৩ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে চড়িল পারদ

বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলিও তাহাদের অঞ্চল থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করিতেছে। তবে, আমাদের দেশে, কিছু গোষ্ঠী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছাকৃত এবং সংগঠিত প্রচেষ্টা চালাইতেছে। আমাদের জাতির যুবসমাজ কীভাবে সেই নেতাদের গ্রহণ করিতে পারে যাহারা অবৈধ অভিবাসীদের পক্ষে আক্রমণাত্মকভাবে ওকালতি করিতেছেন?" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করিয়া মোদী বলেন,"আপনি অবৈধ অভিবাসীদের পক্ষে আদালতে হাজির হইতেছেন, যাঁহারা আপনার নিজের লোকদের অধিকার এবং চাকরি কেড়ে নিতেছে।"

রাজ্যসভায় এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের টার্গেটে এদিন ছিল বিরোধী শিবির। নাম না করিয়া এদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে পা রাখা নিয়া খোঁচা দিতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও পঞ্জাবের বিজেপি সাংসদ রভনীত বিট্টুকে রাহুল গান্ধীর 'গদ্দার' মন্তব্য নিয়াও তোপ দাগেন মোদী।

সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়া একগুচ্ছ সওয়াল তোলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার ২৪ ঘণ্টা পরই এদিন রাজ্যসভায় তাঁহার ভাষণে মোদী বলেন," একটি নিষ্ঠুর সরকার নিম্নমুখী সকল ক্ষেত্রেই নতুন রেকর্ড তৈরি করিতেছে। কিন্তু তাহারা এখানে আমাদের ভাষণ দিতেছে। সেখানকার জনগণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহারা তাহাতে কিছু মনে করে না। ক্ষমতায় থাকা বাদ দিয়া তাহাদের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।" তিনি একইসঙ্গে বলিয়াছেন,"এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলিও তাহাদের অঞ্চল থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করিতেছে। তবে, আমাদের দেশে, কিছু গোষ্ঠী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করিবার জন্য ইচ্ছাকৃত এবং সংগঠিত প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

মোদী বলেন,"কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, বা বামপন্থী দল যাই হোক না কেন, তাহারা কয়েক দশক ধরিয়া কেন্দ্রে ক্ষমতায় রহিয়াছে এবং রাজ্যগুলিতে সরকার পরিচালনার সুযোগও পাইয়াছে। তাহারা কেবল নিজেদের পকেট ভরিবার জন্য কাজ করিয়াছে, নাগরিকদের জীবনে পরিবর্তন আনা কখনও তাহাদের অগ্রাধিকার ছিল না।

এদিকে, পঞ্জাবের বিজেপির সাংসদ রভনীত বিট্টুকে সদ্য 'গদ্দার' বলিয়া মন্তব্য করেন। রাজ্যসভার ভাষণে মোদী বলেন,"ওঁদের অহংকারের সীমা নাই। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা কংগ্রেস ছাড়িয়াছেন এবং দলটিও বেশ কয়েকবার বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও অন্য কাউকে বিশ্বাসঘাতক বলেননি। তিনি এই এমপিকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছেন ,কারণ তিনি একজন শিখ।"রাজ্যসভায় সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের আলোচনায় অবৈধ অভিবাসন ইস্যু নিয়া বিতর্ক বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ২০২৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশনের সপ্তম দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ও 'ভোটব্যাংক রাজনীতি' রাজ্যসভায় দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি বিরোধী দলকে আক্রমণ করিয়া বলেন যে, দীর্ঘ সময় ধরিয়া দেশে ভোটব্যাংক রাজনীতিকে জাতীয় নিরাপত্তার উর্ধ্বে রাখা হইয়াছে। তাঁহার মতে: বিরোধী দলগুলি শুধুমাত্র ভোটের লোভে অবৈধ অনুপ্রবেশের সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছে।

অনুপ্রবেশকারীরা দেশের সম্পদ এবং নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হইয়া দাঁড়াইতেছে, যাহা অতীতে গুরুত্ব দিয়া দেখা হয়নি।

সরকার এখন দেশের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়া এই সমস্যার সমাধানে কড়া পদক্ষেপ নিতেছে। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের উদ্বেগ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় অবৈধ অভিবাসনকে একটি 'ভয়ঙ্কর সমস্যা' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার মূল বিষয়গুলো ছিল:

জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন ।তিনি সতর্ক করিয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ অবৈধ অভিবাসীর উপস্থিতিতে দেশের জনতাত্ত্বিক কাঠামো বদলাইয়া যাইতেছে, যাহা ভারতের জাতিগত পরিচয়ের জন্য বিপজ্জনক।

নির্বাচনী প্রভাব: তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, অনেক অবৈধ অভিবাসী ভোটার তালিকায় নাম তুলিয়া দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে ।অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কারণে সাধারণ নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের ওপর বাড়তি চাপ পড়িতেছে।

রাজনৈতিক উত্তাপ ও বিরোধীদের অবস্থান এই ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যসভায় শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বাকযুদ্ধ চরমে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মতো সীমান্ত রাজ্যগুলোতে অনুপ্রবেশ ইস্যুকে আসন্ন নির্বাচনের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। বিরোধীরা অভিযোগ করিয়াছে যে, ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ করিবার জন্যই সরকার বারবার এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছে। তাহারা একে সাধারণ মানুষের মূল সমস্যা যেমন বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা হিসাবে দেখিতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় গত এক দশকে অভূতপূর্ব রূপান্তর অরুণাচলে: মুখ্যমন্ত্রী

ইটানগর, ৫ ফেব্রুয়ারি: গত এক দশকে অরুণাচল প্রদেশসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে, তার মূল কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক সহায়তার কথা তুলে ধরলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অবহেলিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই 'দশকের পর দশক ধরে চলা অবহেলা' দূর করতে সচেতনভাবে কাজ করেছেন। তাঁর মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক অগ্রগতি 'বিকশিত ভারত @২০৪৭' লক্ষ্যের অংশ হিসেবেই ঐতিহাসিক বৈষম্য ঘোচানোর প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। রাজ্যপালের ভাষণে উল্লিখিত সাফল্যগুলির প্রসঙ্গ টেনে পেমা খান্ডু বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানবসম্পদ গঠন, শিক্ষা, যুব ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি, কারুশিল্পীদের জীবিকা এবং জলবিদ্যুৎপ্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিয়মিত রাজ্য সফর করছেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন দ্রুত দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সমন্বিত সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় ৩,০০০ কোটিরও বেশি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রামের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকার অর্থনীতি মজবুত হয়েছে, লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল পর্যন্ত পর্যটনের প্রসার ঘটেছে, স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তর কমেছে।

তিনি হল্লঙ্গিতে ডনি পোলো বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের কথাও উল্লেখ করেন, যা উড়ান প্রকল্পের অধীনে সেরা বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কার, যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠা ২৩৭টি স্টার্টআপ এবং জনসংখ্যাগত সুবিধাকে কাজে লাগাতে উৎপাদন শিল্পের বিকাশের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যটনকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করে পেমা খান্ডু বিধায়কদের এই খাতের উন্নয়নে সহযোগিতার আহ্বান জানান। পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ নীতিতে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যাতে প্রকল্প-প্রভাবিত এলাকাগুলির মানুষ আরও বেশি উপকৃত হন।

তিনি 'ক্যাবিনেট আপ কি দ্বার' উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং জানান, নীতিনির্ধারণ আরও কার্যকর করতে বিধায়কদের জন্য শীঘ্রই একটি বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য, ধন্যবাদ প্রস্তাবটি বিজেপি বিধায়ক মহেশ চাই উত্থাপন করেন এবং হাগে আপা তা সমর্থন করেন। কণ্ঠভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর বিধানসভার স্পিকার তেসাম পংটে অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় বাজেট অর্থবর্ষ ২০২৬-২০২৭: কেমিক্যাল পার্ক ও ভারতের রাসায়নিক উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ০৫ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বে রাসায়নিক উৎপাদক দেশ হিসেবে ভারত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। বিশেষত, উচ্চমূল্য ও বিশেষায়িত রাসায়নিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলে নিজের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা ভারতের রয়েছে। রাসায়নিক ক্ষেত্র শিল্পোন্নয়ন ও রপ্তানির একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে। গুজরাট, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠিত হাব ও ক্লাস্টারগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পরিকাঠামো সংযুক্তিকরণ, নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং পরিবেশগত অনুবর্তন কাঠামো আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ নির্দিষ্ট কেমিক্যাল পার্ক স্থাপনের সরকারি প্রস্তাব একটি দূরদর্শী, পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক ও সরবরাহ-পক্ষভিত্তিক উদ্যোগ। বাজেট অনুমান ২০২৬-২৭-এ ৬০০ কোটি বরাদ্দের মাধ্যমে এই পার্কগুলিতে সমন্বিত প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে সুবিধা এবং সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ও ব্যয় কমবে, ক্লাস্টারভিত্তিক সহযোগিতা বাড়বে এবং সুস্থায়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধিকে সমর্থনকারী আন্তর্জাতিক মানের রাসায়নিক উৎপাদন বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭: দেশীয় রাসায়নিক উৎপাদনে গতি

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ প্রতিযোগিতাভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে তিনটি নির্দিষ্ট কেমিক্যাল পার্ক স্থাপনে রাজ্যগুলিকে সহায়তার জন্য একটি নতুন প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়েছে। বাজেট অনুমান ২০২৬-২৭-এ এর জন্য ৬০০ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই পার্কগুলি ক্লাস্টার-ভিত্তিক, প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে উৎপাদন বাস্তুতন্ত্র হিসাবে পরিকল্পিত এবং এগুলিতে যৌথ পরিকাঠামো ও সাধারণ সুবিধা থাকবে। রাসায়নিক পার্ক পরিকাঠামোর জন্য এটি প্রথম নির্দিষ্ট বাজেট সহায়তা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা জোরদার করা, সরবরাহ শৃঙ্খলের সংযুক্তি উন্নত করা এবং রাসায়নিক ক্ষেত্রে আমদানির উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

রাসায়নিক শিল্প: এক নজরে

ভারতের রাসায়নিক শিল্প উৎপাদন বাস্তুতন্ত্রের একটি মূল স্তম্ভ। কৃষি, ওষুধ, বস্ত্র, অটোমোবাইল ও নির্মাণ ক্ষেত্রের জন্য এই শিল্প গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৭ শতাংশ অবদান রাখে। বিশ্বে ষষ্ঠ বৃহত্তম এবং এশিয়ায় তৃতীয় বৃহত্তম রাসায়নিক উৎপাদক হিসাবে ভারত ৮০, ০০০-এরও বেশি পণ্য উৎপাদন করে। এর মধ্যে বাল্ক ও বিশেষায়িত রাসায়নিক, কৃষি রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল, পলিমার ও সার অন্তর্ভুক্ত। এই বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে বিশেষায়িত রাসায়নিক ক্ষেত্রটি ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এটি ভারতের প্রক্রিয়াগত দক্ষতা, ব্যয়-প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবনী সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬ অনুযায়ী, অর্থবর্ষ ২০২৪-এ রাসায়নিক ক্ষেত্র উৎপাদন মোট মূল্য সংযোজনের ৮.১ শতাংশ অবদান রেখেছে এবং গত দশকে উৎপাদনে স্থিতিশীল বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। প্রধান রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদন অর্থবর্ষ ২০১৬-এ ৪৫,৬৩৮ হাজার মেট্রিক টন থেকে অর্থবর্ষ ২০২৫-এ ৫৮, ৬১৭ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। এটির বার্ষিক যৌগিক বৃদ্ধির হার ২.৮ শতাংশ।

কেমিক্যাল পার্ক কী

কেমিক্যাল পার্ক বিশেষভাবে রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনের জন্য নকশা করা পরিকল্পিত শিল্প ক্লাস্টার। এখানে একাধিক উৎপাদন কেন্দ্র একত্রে কাজ করে এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামো ও সাধারণ পরিষেবা ভাগ করে নেয়।

কেমিক্যাল পার্কের কৌশলগত লক্ষ্য

কেমিক্যাল পার্ক উদ্যোগটি রাসায়নিক ক্ষেত্রের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, পরিকাঠামো-কেন্দ্রিক সরবরাহ-পক্ষভিত্তিক উদ্যোগ হিসাবে বিবেচিত।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও কেমিক্যাল পার্কের যৌক্তিকতা

প্লাস্টিক পার্ক, বাল্ক ড্রাগ পার্ক এবং পেট্রোলিয়াম, কেমিক্যাল ও পেট্রোকেমিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়নের মতো ক্লাস্টার-ভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে ভারতের রাসায়নিক শিল্প ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য উপকার পেয়েছে। এই উদ্যোগগুলি যৌথ পরিকাঠামো, অ্যাঙ্কর ইনভেস্টমেন্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনার সুফল প্রমাণ করেছে। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল পার্ক বা রসায়ন উদ্যানগুলি বাল্ক, বিশেষায়িত ও নিম্নধারার ক্ষেত্রসহ সম্পূর্ণ রাসায়নিক মূল্যশৃঙ্খলকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে শিল্প পরিকাঠামো, সাধারণ ইউটিলিটি, লজিস্টিক সহায়তা এবং সরলীকৃত নিয়ন্ত্রক সুবিধা প্রদান করে এই উদ্যোগের মাধ্যমে- - প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ও মূলধনী ব্যয় কমবে, - সক্ষম অর্থনীতি এবং শক্তিশালী পূর্ব ও পরবর্তী সংযুক্তি গড়ে উঠবে, - যৌথ সুবিধার মাধ্যমে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও শিল্প নিরাপত্তা উন্নত হবে, এবং - দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান শক্তিশালী হবে। প্লাস্টিক পার্ক, বাল্ক ড্রাগ পার্ক ও পিসিপিআইআরের মতো বিদ্যমান ক্লাস্টার বা সমষ্টিগত উদ্যোগের সঙ্গে প্রস্তাবিত কেমিক্যাল পার্ক মিলিয়ে রাসায়নিক ক্ষেত্রে ক্লাস্টার-নেতৃত্বাধীন শিল্পোন্নয়নের একটি সমন্বিত নীতি কাঠামো গড়ে উঠছে। লক্ষ্যভিত্তিক নীতিগত সহায়তা, প্রযুক্তি গ্রহণ, উদ্ভাবন ও সুস্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে এই পদ্ধতি আগামী দশকে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং আন্তর্জাতিক রাসায়নিক মূল্যশৃঙ্খলে ভারতের সংযুক্তি আরও জোরদার করবে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও শিল্প নিরাপত্তা জোরদার করা ভারতের রাসায়নিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত প্রভাব এবং শিল্প নিরাপত্তা ও ঝুঁকির গুরুত্ব বেড়েছে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং উচ্চ নিরাপত্তা মান নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

ডিসেম্বর ২০২৫-এ চালু হওয়া কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন ও স্টোরেজ উদ্যোগ শিল্পক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ নির্গমন-নির্ভর ক্ষেত্রে কম-কার্বন প্রযুক্তি গ্রহণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে রাসায়নিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন শিল্পে কার্বন ক্যাপচার, ব্যবহার ও স্টোরেজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগে সহায়তার জন্য ২০,০০০ কোটি বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, সমন্বিত কেমিক্যাল পার্কগুলি জলবায়ু সংক্রান্ত লক্ষ্যের বাস্তবায়নে সহায়ক একটি কার্যকর মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। যৌথ পরিবেশগত পরিকাঠামো, ভাগ করা ইউটিলিটি এবং সমন্বিত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে কেমিক্যাল পার্ক কম খরচে কার্বন ক্যাপচার-সহ অন্যান্য পরিচ্ছন্নমূলক প্রযুক্তি প্রয়োগে সহায়তা করবে। একটি পার্কের মধ্যে একাধিক ইউনিটের অবস্থান নির্গমন ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য শোধন এবং শক্তি দক্ষতা উদ্যোগের উচ্চস্তরে বাস্তবায়ন সম্ভব করে তোলে, ফলে একক ইউনিটের ব্যয় কমে এবং অনুবর্তন উন্নত হয়।

সমাপ্তি

তিনটি নির্দিষ্ট কেমিক্যাল পার্ক স্থাপন ভারতের দেশীয় রাসায়নিক উৎপাদন বাস্তুতন্ত্র শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। ক্লাস্টার-ভিত্তিক প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে সুবিধা, যৌথ ইউটিলিটি ও সাধারণ পরিকাঠামোর মাধ্যমে এই উদ্যোগ দীর্ঘদিনের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর করতে সহায়তা করবে, যা ক্ষেত্রের স্কেল বৃদ্ধি, মূল্যশৃঙ্খল সংযুক্তি ও প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করছিল।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এর অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেমিক্যাল পার্ক উদ্যোগ বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করবে, আমদানি প্রতিস্থাপন সহজ করবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সংগঠিত ও দক্ষ মূল্যশৃঙ্খলে যুক্ত করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং পরিবেশগতভাবে সুস্থায়ী উৎপাদন পদ্ধতি উৎসাহিত করবে। একই সঙ্গে কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন ও স্টোরেজে বাজেট সহায়তা কম-কার্বন উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করবে এবং কেমিক্যাল পার্ক এই প্রযুক্তির সাশ্রয়ী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সরবরাহ করবে। এর ফলে, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক মানের রাসায়নিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে ভারতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে।

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শ্রীলঙ্কায় পৌঁছাল ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেবনিমোরি ধাতু

কলম্বো : ভগবান গৌতম বুদ্ধের পবিত্র দেবনিমোরি ধাতু শ্রীলঙ্কায় আগমন ও প্রদর্শন এক গভীর আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত তাৎপর্যের মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হল। এই উপলক্ষ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সুদৃঢ় ও ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করল।

ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিশেষ বিমানে করে পবিত্র ধাতুগুলি শ্রীলঙ্কায় পৌঁছায় এবং ভারত---শ্রীলঙ্কা প্রোটোকল অনুযায়ী এগুলিকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয়। ধাতুগুলির সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং গুজরাটের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সঙ্ঘভি। প্রতিনিধিদলে জ্যেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু, সরকারি আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই প্রদর্শনের ঘোষণা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীলঙ্কা সফরের সময় করেছিলেন। ওই সফরে তিনি শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে তিনি অনুরাধাপুরায় পবিত্র নগরী কমপ্লেক্স প্রকল্প উন্নয়নের জন্য অনুদান সহায়তার কথাও ঘোষণা করেন, যা ২০২০ সালে বৌদ্ধ সম্পর্ক জোরদারে ঘোষিত ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদানের অতিরিক্ত।

পবিত্র দেবনিমোরি ধাতুর আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনের উদ্বোধন হয় গত ৪ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর ঐতিহ্যবাহী গঙ্গারামায়া মন্দিরে। শ্রীলঙ্কার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকে। ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের রাজ্যপাল ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে গঙ্গারামায়া মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ ভেন. ড. কিরিন্দে আসাজি থেরো-ও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কা সরকারের একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধশাসন, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ড. হিনিদুমা সুনিল সেনেভি, স্বাস্থ্য ও গণমাধ্যমমন্ত্রী ড. নালিন্দা জয়তিস্সা, এবং জনপ্রশাসন, প্রাদেশিক পরিষদ ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী প্রফেসর এ.এইচ.এম.এইচ. আবয়ারত্ন। এই উপলক্ষে গঙ্গারামায়া মন্দিরে দুটি বিশেষ প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করা হয় "Unearthing the Sacred Piprahwa" এবং "Sacred Relic and Cultural Engagement of Contemporary India"।ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র ধাতুগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে গঙ্গারামায়া মন্দিরে স্থাপন করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সাধারণ ভক্তদের জন্য প্রদর্শন উন্মুক্ত থাকবে, যাতে শ্রীলঙ্কা ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, পবিত্র ধাতুর আগমন শ্রীলঙ্কার ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। এটি ভারতের বাইরে প্রথমবারের মতো দেবনিমোরি ধাতুর জনসাধারণের জন্য প্রদর্শন। এর আগে ভারত ২০১২ সালে কপিলাবাস্তু ধাতু এবং ২০১৮ সালে সারনাথ ধাতুর প্রদর্শন শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করেছিল।

পবিত্র দেবনিমোরি ধাতুর এই প্রদর্শন ভগবান বুদ্ধের চিরন্তন শিক্ষা করুণা, শান্তি ও অহিংসাএর এক জীবন্ত প্রতীক এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার গভীর সভ্যতাগত সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। এই উদ্যোগ দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আবহাওয়ার ধরণে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় একাধিক উদ্যোগ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভারতের আবহাওয়ার ধরণে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে অতিবৃষ্টি, তীব্র তাপপ্রবাহসহ চরম আবহাওয়ার ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তা মোকাবিলায় একাধিক কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র, রাজ্য সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সার্বক্ষণিকভাবে চরম আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ, পূর্বাভাস এবং সময়মতো সতর্কবার্তা জারি করছে। আগাম পূর্বাভাসকে আরও সূক্ষ্ম ও নির্ভুল করতে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় বড়সড় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৪৭টি ডপলার ওয়েদার রাডার চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের প্রায় ৮৭ শতাংশ এলাকা রাডার নজরদারির আওতায় এসেছে। পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র ও বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের নেটওয়ার্কও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া, পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রক 'মিশন মৌসম' চালু করেছে, যার লক্ষ্য ভারতকে একটি "ওয়েদার-রেডি ও ক্লাইমেট-স্মার্ট" দেশে পরিণত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও চরম আবহাওয়ার প্রভাব কমানো।

মিশন মৌসমের আওতায় উন্নত ভারত ফোরকাস্ট সিস্টেম ইতিমধ্যেই তৈরি ও কার্যকর করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিমুলেশন মডেলটি ৬ কিলোমিটার উচ্চ রেজোলিউশনে কাজ করে এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে ১০ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম। এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত গোষ্ঠী স্তরেও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এই উচ্চ রেজোলিউশন মডেলগুলোকে রিয়েল-টাইমে চালানোর জন্য অরুণিকা ও আরকা নামের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন

সুপারকম্পিউটিং সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে, যাতে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংহত করে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মডেল চালানো যায়।

আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হল মিথুনা ফোরকাস্ট সিস্টেম (Mithuna-FS) চালু করা। এটি একটি নতুন প্রজন্মের গ্লোবাল কাপল্ড মডেল, যা বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর, ভূমি-পৃষ্ঠ ও সমুদ্রের বরফ এই চারটি উপাদানকে একত্রিত করে কাজ করে। বর্তমানে এটি ১২ কিলোমিটার রেজোলিউশনে কার্যকর এবং ভারতের মধ্যমেয়াদি ও স্থানীয় আবহাওয়া পূর্বাভাসে বড় অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে রয়েছে, ৪ কিলোমিটার রেজোলিউশনের আঞ্চলিক মডেল, যা বর্ষা, ঘূর্ণিঝড় ও মাঝারি মাত্রার চরম আবহাওয়া নির্ভুলভাবে অনুকরণ করতে সক্ষম এবং ৩৩০ মিটার হাইপার-রেজোলিউশন শহুরে মডেল, যা দিল্লি অঞ্চলে কুয়াশা, দৃশ্যমানতা ও বায়ু দূষণ পূর্বাভাসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই সব মডেল সুপারকম্পিউটারে চলে এবং রাডার, স্যাটেলাইট, স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র ও সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত ঘন তথ্য ব্যবহার করে পঞ্চায়েত স্তরে বৃষ্টি, বজ্রঝড়, কুয়াশা, তাপজনিত চাপ ও দূষণ সম্পর্কে উন্নত পূর্বাভাস দিতে সক্ষম।

পুনের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (IITM)-তে তৈরি IITM আর্থ সিস্টেম মডেল (IITM-ESM) দক্ষিণ এশিয়া ও বর্ষাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মডেলটি আন্তর্জাতিক Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) এবং IPCC-এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা ভারতের পক্ষ থেকে প্রথমবার।

ভারত World Climate Research Programme (WCRP), World Weather Research Programme -সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকল্পের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। এছাড়া, IITM-এ স্থাপিত Centre for Climate Change Research (CCCR) জলবায়ু তথ্য বিতরণের জন্য বিশেষ পরিকাঠামো তৈরি করেছে, যা বিভিন্ন অংশীজনকে অভিযোজন ও ঝুঁকি নিরূপণে সহায়তা করছে।

এই সমস্ত তথ্য আজ ৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran (3).pmd 1 06-02-2026, 00:14

বাজেটের বিরোধিতা করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের সমর্থনে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির বিক্ষোভ র‍্যালি।

আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি প্রতারণা মামলায় ধৃত

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকিকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে বলে বৃহস্পতিবার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।

এই গ্রেপ্তারটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সাম্প্রতিক পদক্ষেপের পরপরই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহজনক লঙ্ঘন ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি সামনে আসে।

ইউজিসির জমা দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে দুটি পৃথক এফআইআর নথিভুক্ত করে। এসব মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণাসহ সংশ্লিষ্ট আইনি ধারায় বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানায়, সিদ্দিকিকে হেফাজতে নেওয়ার পর তাঁকে দিল্লির একটি আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তদন্তের স্বার্থে ক্রাইম ব্রাঞ্চকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের অনুমতি দিয়েছে, যাতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্তের মূল ফোকাস নথিপত্র জালিয়াতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগের ওপর। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এর আগে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে নজরে আসে, যখন জানা যায় যে ১২ জনের মৃত্যুর কারণ হওয়া লালকেল্লা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ড. উমর নবি ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।

তদন্তে আরও উঠে আসে যে নবিদের দুই সহযোগী ড. মুজাম্মিল শাকিল ও ড. শাহীন শাহিদতদন্তকারীদের ভাষায় একটি ''হোয়াইট-কলার'' সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছিল। গত বছরের নভেম্বর মাসে জাতীয় মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতি সংক্রান্ত ভুয়া দাবির অভিযোগে শোকজ নোটিশ জারি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জানিয়েছে যে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখবে। এর মধ্যে তহবিলের উৎস, অর্থনৈতিক লেনদেন এবং মেডিক্যাল ও প্রশাসনিক কর্মীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খালিস্তানি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত দুই সহযোগী দিল্লি পুলিশের জালে

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জাতীয় রাজধানীর দুটি পৃথক স্থানে উসকানিমূলক স্লোগান লেখার অভিযোগে দিল্লি পুলিশ দুই খালিস্তানি সংগঠনের সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার পুলিশ কর্মকর্তারা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শহরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এবং খালিস্তানপন্থী গোষ্ঠীগুলির সম্ভাব্য হুমকি নিয়ে নজরদারি চলাকালীনই এই গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দু'জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন এবং তাঁর সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস'-এর নির্দেশে কাজ করছিল।

তদন্তকারীদের ধারণা, ২৬ জানুয়ারির আগে রাজধানীতে উত্তেজনা সৃষ্টি ও জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই দু'জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পান্নুনের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী, যিনি বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে, অভিযুক্ত দু'জন বলজিন্দর এবং রোহিত ওরফে কিরাথকে এই কাজে যুক্ত করেন। পুলিশের মতে, বলজিন্দর দিল্লিতে অ্যাম্বুলেন্স চালকের কাজ করেন, আর রোহিত তাঁর সহযোগী ও সঙ্গী হিসেবে কাজ করছিলেন। আরও জানা গেছে, ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারী বলে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি পশ্চিম দিল্লির তিলক নগরের বাসিন্দা, যিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের কয়েক দিন আগে কানাডায় যান এবং পরিকল্পনা চলাকালীন সরাসরি পান্নুনের সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন।

তদন্তে পুলিশের ধারণা, এই পুরো পরিকল্পনা ও কার্যকরী দিকটি বিদেশ থেকেই সমন্বয় করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচিত এলাকায় খালিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান লেখার জন্য অভিযুক্তদের ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের মতে, এই ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রাজধানীতে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং অস্থিরতা ছড়ানো, এমন সময়ে যখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ স্তরে থাকে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দু'জনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, এই ষড়যন্ত্রে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি এবং আর্থিক বা লজিস্টিক সহায়তাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি দিল্লি পুলিশ গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের বিরুদ্ধে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রাজধানীতে শান্তিভঙ্গের হুমকির অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের করে। এই মামলা দায়ের হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর পর, যেখানে পান্নুন দিল্লিতে জাতীয় উৎসবের সময় অশান্তি সৃষ্টির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ভিডিওতে পান্নুন দাবি করেছিলেন যে রোহিণী ও দাবরিসহ বিভিন্ন এলাকায় খালিস্তানপন্থী পোস্টার লাগানো হয়েছে। তবে স্পেশাল সেলের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল যাচাই করে এমন কোনও পোস্টার পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খালিস্তানপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বিদেশভিত্তিক অপারেটিভদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সম্ভাব্য যোগাযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বড় ঘোষণা রেশন নিয়মে ধান-গম নয় নগদে মিলবে সাহায্য

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভারতের নতুন রেশন বিতরণের নিয়ম অনুযায়ী এবার রেশনকার্ডধারীরা ধান ও গমের পরিবর্তে সরাসরি নগদ অর্থ পাবেন। কিছু রাজ্য ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরু করেছে যেখানে এসবিআই তৈরি ই-রুপি ডিজিটাল ভাউচার ব্যবহৃত হচ্ছে।

আগামীতে রেশন শপ থেকে খাদ্য শস্য নেওয়ার পরিবর্তে সরকার সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নগদ অর্থ স্থানান্তর করবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রেশনকার্ডধারীরা সিদ্ধান্ত নেবেন তারা খাদ্যশস্য নেবেন কি নগদ অর্থ। এই নতুন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি। সরকারের সঙ্গে এসবিআই-এর সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ডিজিটাল ভাউচার 'ই-রুপি', যা রেশন বিতরণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত করবে।

জাতীয়ভাবে এই ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। এটি চণ্ডীগড়, পুদুচেরি, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়েছে। এই পরিবর্তনের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো ভুয়া রেশন কার্ড বাতিল করা। পাইলট প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ৭৬,৩৬৩টি ভুয়া কার্ড শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এটি রেশন চুরি, ব্ল্যাক মার্কেটিং এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রেশন রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

রেশনকার্ডধারীদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে মাসিক ই-ভাউচার পাঠানো হবে। পরিবার অনুযায়ী পরিমাণ যেমন ৫০০ বা ১০০০ টাকা নির্ধারিত হবে। এই ভাউচার দিয়ে খাদ্যশস্য নেয়া যাবে বা ব্যাংকে নগদ রূপান্তর করা যাবে।

লোকসভায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেস সাংসদ মনিশ তিওয়ারি বৃহস্পতিবার লোকসভায় আবারও একদিনের জন্য মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছেন, যাতে এই সময় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সদ্য ঘোষণা হওয়া বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

তেনাদিন তিওয়ারি সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব, শূন্যকাল ও সকল তালিকাভুক্ত কার্যক্রম স্থগিত করে ''গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের বিষয়ে'' আলোচনা নেওয়ার অনুরোধ করেন, বিশেষ করে এই বাণিজ্য চুক্তির উপর।

নোটিশে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতির উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলা থেকে বড় পরিমাণ তেল আমদানি করবে, শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা শূন্যে নামিয়ে আনবে এবং ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আমেরিকান পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার করেছে।

এদিন তিওয়ারি সতর্ক করেছেন, যদি এমন শর্তগুলি সত্যিই গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে তা ভারতের শক্তি নিরাপত্তা, মূল্য স্থিতিশীলতা ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতির ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাশিয়ান ক্রুড তেলের ক্রয় ভারতীয় জ্বালানি মূল্যস্ফীতি মডারেট করতে সহায়তা করেছে এবং হঠাৎ পরিবর্তন নাগরিক ও শিল্পের ওপর অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি করতে পারে।

জমা হওয়া নোটিশে তিওয়ারি সরকারের প্রতি সংসদে অবিলম্বে ব্যাখ্যা দেওয়া ও পূর্ণ আলোচনা করার আহ্বান জানান, যাতে বাণিজ্য, শক্তি ও বৈদেশিক নীতির মতো সিদ্ধান্ত স্বচ্ছতার সাথে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সংসদে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এবং বিরোধী দলগুলি নানান প্রশ্ন তুলেছে, একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকেও বাণিজ্য চুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

নতুন কিছু নয়, ভারত স্বতন্ত্র : ট্রাম্পের দাবির পর মস্কোর প্রতিক্রিয়া

মস্কো : সদ্য ঘোষিত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধে সম্মত হয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবিকে নাকচ করেছে মস্কো। রাশিয়ার বক্তব্য, ভারত যেকোনো সরবরাহকারীর কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তার জ্বালানি উৎস সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু নেই।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ভারত ঐতিহাসিকভাবেই একাধিক দেশ থেকে তেল আমদানি করে আসছে এবং রাশিয়া ভারতের একমাত্র অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী নয়। তাই বাণিজ্য চুক্তির আওতায় রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধের কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এমন দাবি তিনি খারিজ করেন।

পেসকভ সাংবাদিকদের বলেন, আমরা এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সবাই জানি যে ভারত শুধু রাশিয়া থেকেই তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য কেনে না। ভারত বরাবরই বিভিন্ন দেশ থেকে এসব পণ্য আমদানি করেছে। তাই এখানে আমরা নতুন কিছু দেখছি না। তিনি আরও জানান, রাশিয়া এখনও ভারতের কাছ থেকে এমন কোনও সরকারি বার্তা পায়নি যাতে বলা হয়েছে যে নয়াদিল্লি রাশিয়ান তেল কেনা বন্ধ করতে যাচ্ছে।

এই প্রতিক্রিয়া আসে ট্রাম্পের সেই দাবির পর, যেখানে তিনি বলেন যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত রাশিয়ান তেল আমদানি বন্ধে সম্মত হয়েছে এবং এর বিনিময়ে ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। এদিকে, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারত-রাশিয়া হাইড্রোকার্বন বাণিজ্যের পারস্পরিক লাভের বিষয়টি তুলে ধরে জানিয়েছে, তেল সরবরাহে সহযোগিতা উভয় দেশের জন্যই উপকারী এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, ভারত সঙ্গে জ্বালানি ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত রাশিয়া।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন ধরনের অপরিশোধিত তেলের মান ও মিশ্রণগত প্রয়োজনীয়তার কারণে ভারতীয় রিফাইনারিগুলির পক্ষে হঠাৎ করে রাশিয়ান তেল আমদানি বন্ধ করা বাস্তবসম্মত নয়। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শেল তেলের মতো বিকল্প উৎসও তাৎক্ষণিকভাবে রাশিয়ার সরবরাহকৃত পরিমাণ পূরণ করতে সক্ষম নয়।

২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে ভারত রাশিয়ান তেলের অন্যতম বৃহৎ আমদানিকারক হয়ে ওঠে। ২০২৫ সালে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছিল রাশিয়া থেকে। যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার ও বাণিজ্য আলোচনার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই আমদানি কিছুটা কমেছে।

ট্রাম্পের দাবির পরও পেসকভ পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, ভারতের জ্বালানি নীতি সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির কৌশলগত অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণই রয়েছে। তাঁর কথায়, তেল আমদানিতে যেকোনো পরিবর্তন ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক বিবেচনার ভিত্তিতেই হবে, কোনও বাহ্যিক চাপের কারণে নয়।

সংসদে তীব্র অচলাবস্থা : বিরোধীদের 'মুখবন্ধ' ইস্যুতে নাড্ডা-খাড়গের তীব্র বাকযুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার সংসদের অধিবেশন শুরু হতেই রাজ্যসভায় তীব্র উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে বক্তব্য রাখার অনুমতি না দেওয়া এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ ব্যাহত করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

বৃহস্পতিবার পুনরায় বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকসভা মুলতবি হয়ে যায়। এর পর রাজ্যসভায়ও প্রবল হট্টগোল শুরু হয়। বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলনেতার কণ্ঠরোধ করার অভিযোগ তোলে। এর জবাবে রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের নেতা জে.পি. নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিরোধীদের কঠোর ভাষায় পাল্টা আক্রমণ করেন।

কিরেন রিজিজু বিরোধীদের আচরণের সমালোচনা করে সংসদের নিয়ম ও প্রথা মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ আমরা সবাই আশা করছি সংসদের সব সদস্য নিয়ম ও ঐতিহ্য মেনে চলবেন। আজ সবাই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার অপেক্ষায় আছেন। কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রীকে শুনতে চায় না, কিন্তু সংসদের অন্য সদস্যরা চান। লোকসভার বিরোধী দলনেতা সংসদের নিয়ম মানছেন না।

এর জবাবে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বিজেপি সাংসদদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর 'অপমান' করার অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, রাহুল গান্ধীকে সংসদে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। খাড়গে বলেন, সংসদ মানে লোকসভা ও রাজ্যসভা দুটিই। লোকসভার বিরোধী দলনেতা দেশের স্বার্থে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি। এভাবে সংসদ কীভাবে চলতে পারে?

এর পাল্টা জবাবে জে.পি. নাড্ডা বলেন, লোকসভার কার্যক্রম রাজ্যসভায় আলোচনার বিষয় হতে পারে না এটা বিরোধী দলনেতার জানা উচিত। এই তীব্র বাকযুদ্ধের মাঝেই রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন, ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

এদিকে, সংসদের ভিতরেই এর আগে ইন্ডিয়া ব্লকের ফ্লোর লিডাররা একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে সরকারকে কোণঠাসা করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে সূত্রের খবর।

ভারতের ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার' রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ সম্পর্কিত ট্রাম্পের দাবির পর প্রতিক্রিয়া ভারতের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক দেশের ১৪০ কোটি মানুষের শক্তি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে ঘোষণা করেছে। এটি বর্তমান আন্তর্জাতিক জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতের নীতির মূল ভিত্তি হবে বলে মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জৈসওয়াল বলেছেন, ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস আমদানিকারক দেশ। অস্থিতিশীল আন্তর্জাতিক জ্বালানি পরিস্থিতিতে ভারতের ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার। আমদানি নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে এই লক্ষ্য থেকে পরিচালিত হয়। তিনি আরও যোগ করেছেন, জ্বালানি নিরাপত্তা ও সরবরাহের স্থিতিশীলতা এই দুইটি ভারতের শক্তি নীতির মূল লক্ষ্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী উৎস বৈচিত্র্য করাই আমাদের কৌশলের মূল অংশ।ট্রাম্প সম্প্রতি একটি বাণিজ্য চুক্তির কথা উল্লেখ করে দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে জানান ভারত রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করছে এবং তার বদলে যুক্তরাষ্ট্র ও সম্ভবত ভেনেজুয়েলার তেল কিনবে। যদিও ভারত সরকার এ ধরনের কোনও প্রতিশ্রুতির স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেনি।বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিক্রিয়ায় আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শক্তি সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে, কিন্তু ভারতের জ্বালানি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি আগামীদিনেও দেশের স্বার্থ ও ভোক্তাদের নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হবে।এই বিবৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, ভারতের আন্তরিক লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক চাপের বাইরে দেশীয় জনগণের শক্তি নিরাপত্তা ও ভোক্তা স্বার্থকে অটল রাখা এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে বাজার পরিস্থিতি ও সরবরাহ বৈচিত্র্যের অবলম্বন করা।

জল-খাবার-শৌচাগারের অভাব : ৩২ ঘণ্টার পর মুম্বই—পুণে এক্সপ্রেসওয়ের যানজটের অবসান

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি : টানা প্রায় ৩২ ঘণ্টা অচলাবস্থার পর বৃহস্পতিবার ভোরে মুম্বই—পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। খান্ডালা ঘাট এলাকার আদোশি টানেলের কাছে অত্যন্ত দাহ্য প্রোপিলিন গ্যাসবোঝাই একটি ট্যাঙ্কার উল্টে যাওয়ায় এই ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়, যার জেরে হাজার হাজার যাত্রী একদিনেরও বেশি সময় ধরে রাস্তায় আটকে পড়েন।কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্যাস স্থানান্তর ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাঙ্কার সরানোর কাজ শেষ হওয়ার পর রাত প্রায় ২টো নাগাদ যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়। যদিও শুরুতে মালাভলির কাছে একটি ট্রাক বিকল হওয়া এবং কামশেত এলাকায় ভারী যান দাঁড়িয়ে থাকার কারণে গতি ছিল ধীর। পরে পুলিশের কড়া নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন যানবাহনের সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কম ছিল। বহু মানুষ যাত্রা পিছিয়ে দেন বা বিকল্প রুট বেছে নেন। এক হাইওয়ে পুলিশ আধিকারিক বলেন, যান চলাচল এখন স্বাভাবিক হলেও সাধারণ দিনের তুলনায় গাড়ির সংখ্যা কম।

এই যানজটকে মুম্বই—পুণে ৯৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ের ইতিহাসে অন্যতম দীর্ঘ বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার দ্বিতীয় দিনেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। রাস্তায় আটকে থাকা যাত্রীদের অনেকেরই শৌচাগার, পানীয় জল ও খাবারের কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার বিকেল প্রায় ৫টা ১৫ মিনিটে কেরলের কোচি থেকে গুজরাটের সুরাটের দিকে যাওয়ার পথে ট্যাঙ্কারটি উল্টে যায় এবং গ্যাস লিক শুরু হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে মুম্বইমুখী পুরো লেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ট্যাঙ্কারটি ঢালু রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল বলে জানা গেছে। হাইওয়ে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট তানাজি চিকালে বলেন, গ্যাসের প্রকৃতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হওয়ায় পুরো অভিযান ছিল খুবই সংবেদনশীল। জনসাধারণের নিরাপত্তাই ছিল আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ট্র্যাফিক বন্ধ থেকে শুরু করে গ্যাস স্থানান্তর ও ট্যাঙ্কার সরানো, প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে।দীর্ঘ যানজটের প্রভাব পড়ে গণপরিবহণেও। মুম্বই ও পুণের মধ্যে বহু বাস পরিষেবা বাতিল হয়, ফলে টার্মিনাল ও রাস্তায় যাত্রীরা আটকে পড়েন। পুণের বাসিন্দা নিলয় ওজা, যিনি যানজটে আটকে পড়েছিলেন, বলেন, কবে রাস্তা খুলবে তা নিয়ে কোনও স্পষ্ট তথ্য ছিল না। খুবই ক্লান্তিকর ছিল, তবে ঝুঁকির কথা ভেবে আমরা পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করেছি। আরও বড় দুর্ঘটনা হতে পারত।ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ তদন্তের নির্দেশ দেন এবং ভবিষ্যতে এমন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সুপারিশসহ একটি রিপোর্ট জমা দিতে মহারাষ্ট্র স্টেট রোড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে নির্দেশ দেন। ঘটনাস্থলে জরুরি পরিষেবা দল এবং ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের বিশেষায়িত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া দল পাঠানো হয়। তবে ট্যাঙ্কারের ভিতরে অতিরিক্ত গ্যাসচাপ ও ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উদ্ধারকাজে দেরি হয় উল্লেখ্য, প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লক্ষ যানবাহন মুম্বই—পুণে এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে। মুম্বইমুখী যানজট প্রায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বহু চালক জানিয়েছেন, তাঁরা জল রেশন করে খেয়েছেন, খাবার এড়িয়ে গেছেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ির মধ্যেই বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। বয়স্ক যাত্রীরা পানিশূন্যতা, শরীরব্যথা ও মানসিক উদ্বেগের অভিযোগ করেন।

রাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জিএমআইটি, বারুইপুরে ট্রাই-এর গ্রাহক সচেতনতা কর্মসূচি

কলকাতা, ০৫ ফেব্রুয়ারি: ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা ট্রাই আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে গার্গী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা জিএমআইটি-তে একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মশিবিরে টেলিকম পরিষেবার গুণমান এবং গ্রাহক সুরক্ষার মত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ, সকল টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। জিএমআইটি-এর রেজিস্ট্রার ডক্টর নিবেদিতা মুখোপাধ্যায় বানিক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সাইবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর সাইবার বিশেষজ্ঞ শ্রী শুভেন্দু চক্রবর্তী বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়ে ট্রাই-এর কলকাতার আঞ্চলিক দফতরের যুগ্ম উপদেষ্টা শ্রী অসীম দত্ত ভারতে টেলিকম পরিষেবা পরিচালনায় প্রযোজ্য আইনগত কাঠামো ব্যাখ্যা করেন এবং ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় ট্রাই-এর ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস, অননুমোদিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ট্যারিফ ও ডেটা পরিষেবা সংক্রান্ত ক্রেতাকেন্দ্রিক বিধিবিধান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়। পাশাপাশি, গ্রাহকদের ক্ষমতায়নের জন্য ট্রাই-এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও পোর্টাল ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাইবার প্রতারণা প্রতিরোধ এবং টেলিকম দফতরের সঞ্চার সাথী পোর্টাল সম্পর্কেও উপস্থাপনা দেওয়া হয়। এই পর্বে চক্ষু, সিইআইআর এবং ট্যাফকপ-এর মতো বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন ট্রাই এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

এলএলবি ডিগ্রির স্বীকৃতি

নতুন দিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (বিসিআই) জানিয়েছে, ১৯৮৯ সালের আইনি শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইন কলেজে সান্ধ্যকালীন এলএলবি পাঠ্যক্রম চালানোর অনুমতি তারা অতীতে দিয়ে থাকতো। এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি এলএলবি পাঠ্যক্রমকে তারা স্বীকৃতিও দিয়েছিল। তবে, এক্ষেত্রে নির্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হতো। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৯৯ সালের আইনি শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে বিসিআই আইনি শিক্ষার মান এবং আইনি ডিগ্রির স্বীকৃতি অনুসরণ করে সমস্ত রাজ্যের সান্ধ্যকালীন পাঠ্যক্রম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৮ সালের আইনি শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসারে এলএলবি পাঠ্যক্রমকে একটি নিয়মিত পূর্ণকালীন পেশাদার পাঠ্যক্রম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে দিনে সকাল ৮টা থেকে সন্ধে ৭টার মধ্যে পড়াতে হবে। এছাড়াও সপ্তাহে কত ঘন্টা ক্লাস নিতে হবে সেবিষয়েও প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী নতুন এই ব্যবস্থাপনায় ঘোষিত হয়েছে। ফলে, বিসিআই সংশ্লিষ্ট নিয়ম মেনে সান্ধ্যকালীন এবং নৈশ পাঠ্যক্রম, আংশিক সময়ের পাঠ্যক্রম, সপ্তাহান্তের পাঠ্যক্রম বা অনলাইনে অথবা দূর শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় এলএলবি পাঠ্যক্রমকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, যাঁরা ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত সান্ধ্যকালীন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাঁরা আইনজীবী হিসেবে বিভিন্ন বারে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল কৃষিপণ্য ই-সংযোগ এনই-রেস অ্যাপ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তর-পূর্বাঞ্চল কৃষিপণ্য ই-সংযোগ এনই-রেস পোর্টালটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষক ও কৃষক উৎপাদক সংগঠন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সমবায়গুলির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতাদের বাজার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করছে। ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত এই পোর্টালে মোট ৬,৮০৭ জন বিক্রেতা,কৃষক ও কৃষক উৎপাদক কোম্পানি এবং ৭৩৫ জন ক্রেতা নথিভুক্ত হয়েছেন। প্ল্যাটফর্মে মোট ১,৭৯৭টি কৃষিপণ্য তালিকাভুক্ত রয়েছে। পোর্টালের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া মোট বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৯৫.৫৬ লক্ষ টাকা। এনই-রেস প্ল্যাটফর্মটি সিকিমসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির কৃষকদের জাতীয় বাজারে প্রবেশাধিকার শক্তিশালী করেছে এবং সরাসরি ক্রেতা—বিক্রেতা সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করেছে। এনই-রেস পোর্টালের মাধ্যমে সিকিমের ক্রেতারা ৫৪.৪০ লক্ষ মূল্যের ১৩০ মেট্রিক টন কৃষিপণ্য ক্রয় করেছেন।

এনই-রেস এর অধীনে বহুভাষিক হেল্পডেস্ক ও হেল্পলাইন পরিষেবা সিকিমে কৃষকদের নথিভুক্তকরণ এবং পরিচালনাগত সহায়তার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত সিকিম থেকে মোট ২৫১ জন কৃষক এই পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছেন। ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত সিকিম রাজ্যে মোট পাঁচটি আউটরিচ ও নথিভুক্তকরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক ক্রেতা—বিক্রেতা বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে আউটরিচ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এনই- রেস প্ল্যাটফর্মটি ক্রেতা—বিক্রেতা মিলন ব্যবস্থাকে সহায়তা করে এবং বহুভাষিক হেল্পডেস্ক, মাঠপর্যায়ের সহায়তা ও রাজ্য সমন্বয়কারীদের মাধ্যমে পরিবহণ ও লজিস্টিক্স সংক্রান্ত দিকনির্দেশ প্রদান করে। রাজ্য সমন্বয়কারীরা কৃষকদের নথিভুক্তকরণ, পরিচালনাগত সমস্যার সমাধান এবং যোগাযোগ সহজতর করতে সহায়তা করেন। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য সিকিমের কৃষকদের ডিজিটাল বাজারে প্রবেশাধিকার জোরদার করা এবং বাজার প্রস্তুতি উন্নত করা।আজ রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড: সুকান্ত মজুমদার এই তথ্য জানিয়েছেন।

সংসদে প্রশ্ন: জনসাধারণের অভিযোগের নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নতি

নতুন দিল্লি।।-এ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য CPGRAMS পোর্টালে অভিযোগের নিষ্পত্তির গড় সময় ছিল ৬৪ দিন। পোর্টালটির অধীনে ১০ দফা সংস্কারের মাধ্যমে বকেয়া অভিযোগের সংখ্যা কমাতে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করতে সরকার একাধিক সার্বিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়াও ২০২৪ সালের অগাস্টে জনসাধারণের অভিযোগের কার্যকরীর নিষ্পত্তির জন্য সার্বিক দিকনির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে নিষ্পত্তির সময় কমানো যায়, অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট গ্রিভ্যান্স সেল স্থাপন করা যায়, বিশ্লেষণের মূল কারণটির ওপর জোর দেওয়া যায়, নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং গোটা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায়। পোর্টালটিতে একটি নির্দিষ্ট পর্যালোচনা বৈঠক মডিউল কার্যকর করা হয়েছে, যাতে শীর্ষ স্তরে জন অভিযোগের পর্যালোচনা করা যায়। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের আধিকারিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সেবোত্তম কর্মসূচিতে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। গত ৪ বছরে ১,০১০টি এমন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ৩৩,৭৭৫ জন আধিকারিক উপকৃত হয়েছেন। ঠিক সময়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নোডাল অফিসারদের সঙ্গে প্রতিমাসে পর্যালোচনা বৈঠকও করে ডিএআরপিজি। এছাড়াও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারত সরকার জন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধানের কাজ হাতে নিয়েছে।আজ রাজ্যসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূ-বিজ্ঞান দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ ও অবসর ভাতা, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এনআইএম- জেআইএম ও ডব্লুএস-এর আর্জেন্টিনার মাউন্ট অ্যাকনক্যাগুয়া অভিযানের সূচনা

নতুন দিল্লি।। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নতুন দিল্লির সাউথ ব্লক থেকে আর্জেন্টিনার মাউন্ট অ্যাকনক্যাগুয়ার উদ্দেশে যৌথ অভিযানের সূচনা করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং এশিয়ার বাইরে কোনো দেশের সর্বোচ্চ এই পাহাড়ের উচ্চতা ৬,৯৬১ মিটার। যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে উত্তর কাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং (এনআইএম) এবং পহেলগাঁও-এর জহর ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড উইন্টার স্পোর্টস (জেআইএস ও ডব্লুএস)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দুই প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানান অভিযাত্রীদের সাহস, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত করার জন্য। অভিযাত্রী দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, এই দুরূহ চূড়ায় আরোহণ করা শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নয়, বরং এটা নেতৃত্ব, দলগত সংহতি এবং মানসিক দৃঢ়তা যা ভারতের সেরা পর্বতারোহীদের বৈশিষ্ট্য তার পরীক্ষা। তিনি বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, অভিযাত্রী দলের সদস্যরা নিশ্চিতভাবে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং এশিয়ার বাইরের সর্বোচ্চ পাহাড়টি জয় করবে এবং দেশকে গর্বিত করবে।

৬ সদস্যের দলে আছেন উচ্চ প্রশিক্ষকপ্রাপ্ত নির্দেশকরা- কর্নেল হেমচন্দ্র সিং, ক্যাপ্টেন জি সন্তোষ কুমার, শ্রী দীপ বাহাদুর শাহি, শ্রী বিনোদ গোসাইন নায়েব সুবেদার ভুপিন্দর সিং এবং হাবিলদার রমেশ কুমার। যাত্রা শুরু হবে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এবং আশা করা হচ্ছে এই মাসের শেষ নাগাদ অভিযান সম্পন্ন হবে।

মাউন্ট অ্যাকনক্যাগুয়ার অভিযানে যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস লাভ হবে, তা সরাসরি যুবসমাজ, সশস্ত্র বাহিনীর আধিকারিক এবং দেশের রোমাঞ্চকর অভিযানে উৎসাহীদের সুরক্ষিত, বলিষ্ঠ এবং আরও কার্যকর প্রশিক্ষণে লাগবে। এই অভিযান বিশ্ব অ্যাডভেঞ্চার এবং পর্বত অভিযানে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির প্রতীক।

পবিত্র দেবনীমোরির অবশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করায় শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

নয়াদিল্লি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলম্বোয় গঙ্গারামায়া মন্দিরে পবিত্র দেবনীমোরি অবশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করায় শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি শ্রী অনুরা কুমারা দিশানায়েকেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। শ্রী মোদী জানান, ২০২৫ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা সফলকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেদেশে এই পবিত্র অবশেষগুলি প্রেরণ করা হবে। এর ফলে শ্রীলঙ্কার জনসাধারণ এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন।

প্রধানমন্ত্রী যুগ যুগ ধরে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সভ্যতা এবং আধ্যাত্মিক বন্ধনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, দুই দেশের অভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে হবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার বন্ধন রয়েছে তারই প্রতিফলন শ্রীলঙ্কায় পবিত্র দেবনীমোরির অবশেষ ভারত থেকে পাঠানো। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন ভগবান বুদ্ধের করুণা, শান্তি ও সম্প্রীতির শাশ্বত বাণী, সীমানা ছাড়িয়ে মানব জাতিকে ঐক্যের পথ দেখায়।সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একগুচ্ছ বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন :"কলম্বোয় গঙ্গারামায়া মন্দিরে পবিত্র দেবনীমোরি অবশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করায় শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি শ্রী অনুরা কুমারা দিশানায়েকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

২০২৫ সালের এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা সফলকালে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, সেদেশে এই পবিত্র অবশেষগুলি প্রেরণ করা হবে। এর ফলে শ্রীলঙ্কার জনসাধারণ এগুলির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ভগবান বুদ্ধের করুণা, শান্তি ও সম্প্রীতির শাশ্বত বাণী সীমানা ছাড়িয়ে মানব জাতিকে ঐক্যের পথ দেখায়।

ফলন খুব ভালো হয়েছে, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত বাঁধাকপি নিয়ে যেতে ব্যস্ত ধর্মনগরের বাজারে বাজারজাত করার লক্ষ্যে।

ভ্রমণ মুড অনুযায়ী ২০২৬-এ সিঙ্গাপুরে ঘোরার সেরা অভিজ্ঞতা

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের ভ্রমণ পরিকল্পনায় সিঙ্গাপুর এখন আর শুধু ট্রানজিট গন্তব্য নয়। ধীরে ধীরে নিজেকে এমন এক 'চ্যামেলিয়ন' শহর হিসেবে তুলে ধরছে, যা পর্যটকের মুড অনুযায়ী নিজেকে বদলে নিতে পারে। প্রথমবার যান বা পঞ্চমবারসিঙ্গাপুর তার বহুসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভবিষ্যতমুখী আধুনিকতার মেলবন্ধনে প্রতিবারই নতুন অভিজ্ঞতা দেয়। ভারতের একাধিক শহর থেকে সরাসরি বিমান পরিষেবা ও সহজ ভিসা প্রক্রিয়ার কারণে সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক ভ্রমণের অন্যতম সহজ গন্তব্য হয়ে উঠেছে। সিঙ্গাপুর ট্যুরিজম বোর্ডের এরিয়া ডিরেক্টর (ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া) সেরিন উন বলেন, এই শহরের আসল জাদু লুকিয়ে রয়েছে পরিচিত আর নতুনের নিখুঁত মিশেলে।তিনি বলেন, একদিন আপনি পেরানাকান মিউজিয়ামে ইতিহাস ঘেঁটে দেখছেন, পরদিন কয়েক মিনিটের দূরত্বে রঙিন পাড়ায় ক্যাফে হপিং করছেন। সংস্কৃতি, খাবার, সবুজ পরিবেশ আর বিশ্বমানের অভিজ্ঞতাসবকিছুই এখানে একটানা যাত্রার মতো জুড়ে যায়।সিঙ্গাপুরে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আলাদা করে শহরের বাইরে যেতে হয় না। আকাশছোঁয়া বিল্ডিং থেকে জঙ্গল সবই হাতের নাগালে। সেরিন জানান, iFly Singapore-এ ইনডোর স্কাইডাইভিংয়ের পরেই মারিনা বে-তে রাতের সাইক্লিং করা যায়, চারপাশে আলোকিত স্কাইলাইন নিয়ে।প্রকৃতির কাছাকাছি রোমাঞ্চ চাইলে Rainforest Wild ASIA-তে জঙ্গলের মধ্যে ট্রিটপ চ্যালেঞ্জ, আবার শহুরে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য সেন্টোসায় জিপলাইন ও রোপ কোর্স। তুলনামূলক শান্ত কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য পুলাউ উবিনের ম্যানগ্রোভে কায়াকিংও জনপ্রিয়। একই গন্তব্যে জঙ্গল আর সমুদ্রসৈকতের অ্যাডভেঞ্চারএটাই সিঙ্গাপুরের বিশেষত্ব।সিঙ্গাপুরে ওয়েলনেস মানে শুধু স্পা নয়, বরং 'নেচার-ফার্স' জীবনধারা। সেরিন বলেন, এখানে প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক পরিবেশ আর প্রাচীন চর্চার মিলনে সুস্থতা নতুন সংজ্ঞা পায়।

মারিনা বে স্যান্ডসের ৫৬ তলার স্কাইপার্ক অবজারভেশন ডেকে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যোগা দিয়ে দিন শুরু করা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক রিকভারি থেরাপির জন্য রয়েছে Rekoop। শহরজুড়ে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যাফে প্ল্যান্ট-বেসড মেনু, কোল্ড-প্রেসড জুস আর পুষ্টিকর গ্রেইন বোল ওয়েলনেসকে কঠোর নিয়ম নয়, বরং জীবনযাপনের অংশ করে তোলে। ধীর গতির অভিজ্ঞতার জন্য হর্টপার্ক বা সাউদার্ন রিজেসে ফরেস্ট থেরাপি জনপ্রিয়।

সিঙ্গাপুরের সংস্কৃতি মানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার রঙিন কোলাজ। গিলম্যান ব্যারাক্সে গ্যালারি ঘোরা থেকে শুরু করে ন্যাশনাল গ্যালারিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পকথা সবই এখানে একসঙ্গে।

শ্রী মারিয়াম্মান মন্দির ও সুলতান মসজিদের মতো ধর্মীয় স্থাপত্য, কাম্পং গেলাম ও চায়নাটাউনের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা, হাজি লেন ও লিটল ইন্ডিয়ার স্ট্রিট আর্টসব মিলিয়ে শহরটাই যেন এক খোলা আর্ট গ্যালারি। সিঙ্গাপুর আর্ট উইকের সময় শহর জুড়ে প্রদর্শনী, পপ-আপ ও ইনস্টলেশনে শিল্প আরও সহজলভ্য হয়ে ওঠে।১০ ডলারের কম দামে মিশেলিন মানের হকার খাবার থেকে শুরু করে বিলাসবহুল ফাইন ডাইনিং সিঙ্গাপুরের খাবারের জগৎ স্বাদের প্রতি অসম্ভব যত্নশীল। লাউ পা সাটের হাইনানিজ চিকেন রাইস, চার কুই তেও বা লাকসা যেমন জনপ্রিয়, তেমনই Burnt Ends বা Odette-এর মতো রেস্তোরাঁয় উচ্চমানের ডাইনিংও সমান গুরুত্ব পায়।পেরানাকান রান্নাঘরের ঐতিহ্যবাহী পদ ayam buah keluak বা উদ্ভিদভিত্তিক রেস্তোরাঁ Whole Earthসব মিলিয়ে সিঙ্গাপুরে খাবার মানে শুধুই খাওয়া নয়, একটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা।২০২৬ সালে সিঙ্গাপুর কারাত এশিয়ার লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট হাব। ফেব্রুয়ারিতে ক্যালাম স্কটের কনসার্ট, মার্চ-এপ্রিল জুড়ে 'Les Miserables'-এর ওয়ার্ল্ড ট্যুর, বছরের বিভিন্ন সময়ে SEVENTEEN, OneRepublic, RIIZE-এর মতো আন্তর্জাতিক শিল্পীদের পারফরম্যান্স। ডিসেম্বরে চার বছরের বিরতির পর BTS-এর চার রাতের কনসার্টও রয়েছে সূচিতে।নিরাপত্তা ও সহজ যাতায়াতের কারণে সিঙ্গাপুর সত্যিই রাত জাগে। গভীর রাতে সুই চুন টিম সামে ডিম সাম, এমপ্লয়িজ অনলিতে ককটেল, জুক বা মারবুইব্লাবে নাচসবই সম্ভব। চাইলে মধ্যরাতে মারিনা বে ঘিরে সাইক্লিং, স্ট্যান্ড-আপ কমেডি, কারাওকে বা নাইট স্পা-ও উপভোগ করা যায়।ভালো আলো, দেরি পর্যন্ত চলা গণপরিবহণ আর নিরাপদ পরিবেশের জন্য রাতের সিঙ্গাপুরে ঘোরা যেমন সহজ, তেমনই নির্ভার। সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালে সিঙ্গাপুর এমন এক গন্তব্য, যেখানে আপনার ভ্রমণ মুডই ঠিক করে দেবে অভিজ্ঞতার রং।

দেশে বিচার ব্যবস্থায় নাগরিকদের প্রবেশাধিকার বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : দেশে, বিশেষ করে ওড়িশা রাজ্যে বিচার পরিষেবায় সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার বাড়াতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত সরকার। জেলা ও অধস্তন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে একটি কেন্দ্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।গত পাঁচ বছরে এই প্রকল্পের আওতায় ওড়িশা রাজ্যকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১৩৬.৩৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। একই সময়সীমা অনুযায়ী, ওড়িশায় বর্তমানে ৯১৩টি আদালত কক্ষ রয়েছে এবং আরও ১৫৬টি আদালত কক্ষ নির্মাণাধীন ই-কোর্টস প্রকল্পের আওতায় ওড়িশায় মোট ১৮৪টি ই-সেবা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে মামলাকারী, আইনজীবী ও সাধারণ মানুষ ই-ফাইলিং সংক্রান্ত সহায়তা, আদালতের ফি ও জরিমানা অনলাইনে পরিশোধসহ নানা পরিষেবা পাচ্ছেন।এছাড়াও, রাজ্যের জেলা ও অধস্তন আদালতের অধীনে থাকা ২২০টি আদালত কমপ্লেক্সে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে। ওড়িশার সমস্ত জেলা আদালতেই ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।নারী ও শিশু সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ওড়িশায় ৪৪টি ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট গঠন করা হয়েছে, যেখানে শিশু ও নারীদের ধর্ষণ সংক্রান্ত মুলতবি মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিএর জন্য বিনামূল্যে ও দক্ষ আইনি পরিষেবা নিশ্চিত করতে আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭ অনুযায়ী জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।দেশের প্রতিটি প্রান্তে, ওড়িশাসহ, নাগরিকদের কাছে আইনি পরিষেবা পৌঁছে দিতে তালুক স্তর থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আইনি পরিষেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।এনএএলএসএ-র নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রাম আইনি যত্ন ও সহায়তা কেন্দগঠন করা হয়েছে। ওড়িশায় জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ও তালুক আইনি পরিষেবা কমিটির মাধ্যমে ১৩২টি গ্রাম আইনি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যা আদিবাসীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আইনি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করছে।বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালে ওড়িশায় তালুক আদালত থেকে শুরু করে ওড়িশা হাই কোর্ট পর্যন্ত ৪টি জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, ওড়িশা রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার মামলাগুলির জন্য একটি জেলা স্তরের লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়।বর্তমানে ওড়িশায় ২২টি স্থায়ী লোক আদালত চালু রয়েছে, যা জনপরিষেবা সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করছে।এছাড়া, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আদালতভিত্তিক ফৌজদারি মামলায় কার্যকর আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে লিগ্যাল এইড ডিফেন্স কাউন্সিল সিস্টেম ওড়িশার ৩০টি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষে চালু করা হয়েছে।ন্যায়বিচারে সার্বিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগ ডিআইএসএইচএ প্রকল্পের অধীনে টেলি ল' এবং প্রো বোনো আইনি পরিষেবা (ন্যায় বন্ধু) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। টেলি ল'-এর মাধ্যমে নাগরিকরা মোবাইল অ্যাপ ও টোল-ফ্রি নম্বর ১৪৪৫৪ ব্যবহার করে প্রাক-মামলা পর্যায়ে আইনি পরামর্শ পাচ্ছেন। এই পরিষেবা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কমন সার্ভিস সেন্টার ও ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রেনিয়রদের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।ওড়িশার আকাঙ্ক্ষিত ব্লকগুলিতে বর্তমানে ২৯ জন ন্যায় সহায়ক সক্রিয় রয়েছেন। তাঁরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার, সম্প্রদায়ভিত্তিক আলোচনা ও স্থানীয় অভিযানের মাধ্যমে আইনি অধিকার ও সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।এই তথ্য রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান আইন ও বিচার মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় পুর নিগমের অফিসে সম্পত্তি কর দেওয়ার জন্য মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী বাজেট : 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এ ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি, রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ল ৪ শতাংশ

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের মাসিক ভাতা প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এ বড়সড় বৃদ্ধি ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য পেশ করা অন্তর্বর্তী (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) বাজেটে এই প্রকল্পের অধীনে প্রত্যেক উপভোক্তার ভাতা মাসে ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বর্তমানে সাধারণ শ্রেণির মহিলারা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে মাসে ১,০০০ টাকা এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্ত মহিলারা ১,২০০ টাকা করে পান। অন্তর্বর্তী বাজেটে প্রস্তাব অনুযায়ী, এবার থেকে সাধারণ শ্রেণির মহিলারা মাসে ১,৫০০ টাকা এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি শ্রেণির মহিলারা মাসে ১,৭০০ টাকা করে পাবেন।এই প্রকল্পের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেটে মোট ১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য বড় স্বস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) চার শতাংশ বাড়ানোর কথাও ঘোষণা করেন।অন্তর্বর্তী বাজেটে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণাও করা হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম 'বাংলার যুব সাথী'। বাজেট ভাষণে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকার গঠিত হলে আগামী ১৫ আগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করা হবে। তিনি বলেন, "২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি মাধ্যমিক পাশ করা যুবক-যুবতীদের জন্য এই প্রকল্পে মাসিক ১,৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।"

এছাড়াও সিভিক ভলান্টিয়ার এবং গ্রিন পুলিশ কর্মীদের মাসিক ভাতা ১,০০০ টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। এই খাতে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। একই সঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযান (এসএসএ)-এর অধীনে কর্মরত 'শিক্ষা বন্ধু'দের ভাতাও মাসে ১,০০০ টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে।রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণাও অন্তর্বর্তী বাজেটে করা হয়েছে, যা রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্যাশা তৈরি করেছে।

চলতি অন্তর্বর্তী বাজেটের মোট আকার ধরা হয়েছে ৪.০৬ লক্ষ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, রাজ্যে চলতি বছরের শেষের দিকে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নির্বাচন-পরবর্তী নতুন মন্ত্রিসভাই ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বাজেট পেশ করবে বলে জানানো হয়েছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আজ অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত হতে চলা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সাধারণ, পুলিশ ও ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষকদের জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মোট ১,৪৪৪ জন আধিকারিককে এই ব্রিফিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন ৭১৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ২৩৩ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৪৯৭ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক। ব্রিফিং বৈঠকগুলি দুই দিন ধরে অর্থাৎ ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট-এ তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক যোশি।

পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, তাঁদের নির্বাচন কমিশনের "আলোকবর্তিকা" হিসেবে কাজ করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করা। তিনি আরও জানান, ৮২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁদের উপস্থিতি সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করবে।

নির্বাচন কমিশনার ড. এস এস সান্ধু বলেন, পর্যবেক্ষকদের মাঠপর্যায়ের নির্বাচনী আধিকারিকদের জন্য বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে। তাঁদের আগমন যেন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং তাঁরা সর্বদা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য থাকেন, তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভোটারদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি হয় এবং পক্ষপাতিত্বের কোনও ধারণা না তৈরি হয়।

নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক যোশি বলেন, নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে এবং যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা পর্যবেক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব। তিনি নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি ভোটারদের অসুবিধা এড়াতে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ সময়মতো বিতরণের নির্দেশ দেন।

ব্রিফিং চলাকালীন কমিশনের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর ও সন্দেহ নিরসন পর্বও অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সিনিয়র আধিকারিকরা পাঁচটি নির্বাচনমুখী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকা প্রস্তুতি এবং নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেন। পাশাপাশি আইটি অ্যাপ্লিকেশন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়েও পর্যবেক্ষকদের অবহিত করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের 'চোখ ও কান' হিসেবে কাজ করা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত আইন, বিধি ও নির্দেশিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং মাঠপর্যায় থেকে সরাসরি কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মতামত দেওয়ার কথা বলা হয়, যাতে সেগুলির নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়।

পর্যবেক্ষকদের রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং সাধারণ ভোটারদের কাছে সর্বদা সহজলভ্য থাকার এবং ভোটারদের অভিযোগ সময়মতো নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তাঁদের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে ভোটারদের সুবিধার্থে কমিশনের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলি, বিশেষ করে নিশ্চিত ন্যূনতম সুবিধা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা তদারক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ২০বি ধারায় প্রদত্ত পূর্ণ ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে থাকে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনকে সহায়তা করা এবং মাঠপর্যায়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল দায়িত্ব।

নগর উন্নয়ন সচিবের আগরতলার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট পরিদর্শন

নগর উন্নয়ন বিভাগের সচিব ডঃ মিলিন্দ রামটেক, আইএএস ৫ই ফেব্রুয়ারি-২০২৬ তারিখে সকাল ৯:৩০ মিনিটে পৌর কমিশনার সাজু ওয়াহিদ, আইএএস, নগর উন্নয়ন বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীমতি মেঘা জৈন, আইএএস এবং অতিরিক্ত পৌর কমিশনার মিহির কান্তি গোপ, আইএএস কে সাথে নিয়ে দেবেন্দ্র চন্দ্র নগরে অবস্থিত আগরতলা পৌর কর্পোরেশনের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে নগর উন্নয়ন বিভাগের সচিব লক্ষ্য করেন যে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টে যাওয়ার রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন যাতে আসন্ন বর্ষা মৌসমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ব্যাহত না হয়। তিনি আগরতলা পৌর কর্পোরেশন, নগর উন্নয়ন বিভাগ এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোকে মাননীয় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিদর্শনকালে তিনি আগরতলা শহর থেকে ক্রমবর্ধমান কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের কথা মাথায় রেখে বিদ্যমান কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা বাড়ানোরও নির্দেশ দেন।তিনি বর্ষা মৌসুমে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ মসৃণভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শেডটি মেরামত করারও নির্দেশ দেন।

তিনি নগর উন্নয়ন বিভাগ এবং আগরতলা পৌরসভাকে বিদ্যমান পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য অবিলম্বে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের সমস্ত কার্যক্রম একটি সুরক্ষিত সীমানা সহ আচ্ছাদিত শেডের ভিতরে সম্পন্ন করা যায় এবং এর ফলে দুর্গন্ধ, পাখির উপদ্রব এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত আর্দতা এড়ানো সম্ভব হয়।

নগর উন্নয়ন বিভাগের সচিব প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে পুরো স্থানটিকে সবুজ আচ্ছাদন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শিক্ষা/প্রদর্শন ইউনিট, অফিস কক্ষ ইত্যাদি সহ একটি অত্যাধুনিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 37/ AGRI/N/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on Single bid system from the eligible bidders for the Following works

Sl No.	Name of work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
	Development of Infrastructure facilities of Bilthai Market, North Tripura District. S/H:- Providing internal electrification.	43/EE/AGRI/NORTH/2025-26	9,01,705.00	18,034.00
2	Development of Infrastructure facilities of Nadiapur Bazar, Rajkandi GP Rural Market, Unakoti Tripura District. S/H:- Providing internal electrification.	44/EE/AGRI/NORTH/2025-26	9,01,705.00	18,034.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 09/02/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 09/02/2026 (if possible).
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-4143/26

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES NEWS PAPER

বিজ্ঞপ্তি

Ref.:- Belonia Police Station case No. 2026BLN006
dated 30/01/2026.U/S 363 IPC..

পাশের ছবি দুইটি শ্রীমতি ঝুমা রবি দাস বয়স ২৭ পতি- শ্রী সন্তোষ রবি দাস সাং-নেতাজী পল্লী, থানা-বিলোনীয়া, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইনি গায়ের রং-ফর্সা, পরনে নীল রং এর চুড়িদার এবং তাহার ছেলে শ্রী জিকু রবি দাস বয়স ৬ বৎসর, পিতা- শ্রী সন্তোষ রবি দাস উচ্চতা ৩ ফুট ২ ইনি গায়ের রং-ফর্সা, পরনে নীল রং এর পুল পেন্ট এবং সাদা ও নীল রং এর টি-সার্ট। গত ২২/০৮/২০২২ (ইং) সকাল আনুমান ৪ টা ৩০ মিনিট থেকে ৫ টা ৩০ মিনিট সময় তাহার নিজ বাড়ী নেতাজী পল্লী থেকে কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে যায় পরে সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলা ও তাহার ছেলেকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।
উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলা ও তাহার ছেলেকে সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া ফোন নম্বর:-7628007079
২) বিলোনীয়া থানা: ফোন নম্বর:- 6033237516

Superintendent of Police
South Tripura District

ICA/D-1925/26

অজ্ঞাতনামা মৃত পুরুষ সনাক্তকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

গত ২৮/০১/২০২৬ ইং তারিখে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:৩০ মিনিটে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রায় ৬০-৬৫ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতনামা পুরুষ মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত মৃতদেহ বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে সনাক্তকরণের জন্য রাখা হয়েছে।
যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে চিনে থাকেন অথবা তার পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকে, তবে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশন অথবা ধর্মনগর থানা / পুলিশ সুপার, উত্তর ত্রিপুরা, ধর্মনগর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশ সুপার
উত্তর ত্রিপুরা জেলা, ধর্মনগর

যোগাযোগের ঠিকানা :
ধর্মনগর থানা, উত্তর ত্রিপুরা : ০৩৮২২২৩২৩০০
এস.ডি.পি.ও.. ধর্মনগর : ৯৪০২১২১৯০০
পুলিশ সুপার, উত্তর ত্রিপুরা : ০৩৮২২-২৩৪৪৬৬
পুলিশ কন্ট্রোল রুম, উত্তর ত্রিপুরা : : ০৩৮২২-২৩৪৪১১
তদন্তকারী অফিসার : ৯৪৩৬৯১৬৬০৫.

ICA/D-1926/26

MEMO

In pursuance of the written examination held on 13.12.2025 & personality test held on 28.01.2026 based on the marks obtained for the post of Ward Secretary for Ambassa Municipal Council the following candidates have been finally selected on merit for appointment:

Sl No.	ROLL NUMBER	Category	Gender
1	AMC/WS/EXAM/2025-401	UR	M
2	AMC/WS/EXAM/2025-252	UR	F
3	AMC/WS/EXAM/2025-357	SC	F
4	AMC/WS/EXAM/2025-384	ST	M

All above candidates are requested to collect offer letter and submit acceptance letter within next 7(seven) days from the date of receipt of offer letter. The offer letter may be collected from the O/o the undersigned from 6th February,2026..

ICA/D-1920/26

Chief Executive Officer
Ambassa Municipal Council

মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকান্ডের দ্বিতীয় ঘটনা : হাঁটতে বেরিয়েই মৃত্যু, স্ত্রী পরিকল্পিত হিট-অ্যান্ড-রানের অভিযুক্ত

জয়পুর : একটি শুক্রবারের সন্ধ্যা। রাজস্থানের নবদম্পতি আশিশ ও অঞ্জু হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, তখনই একটি অজানা গাড়ি তাদেরকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই আশিশের মৃত্যু ঘটে, আর অঞ্জুকে ছিনতাই করে সোনার গহনা নিয়ে অচেতন অবস্থায় রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়। প্রথমে এটি একটি সাধারণ হিট-অ্যান্ড-রান মনে হলেও তদন্তে দেখা যায়, এটি আসলে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, যা পুলিশকে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, অঞ্জু তার স্বামী আশিশকে হত্যা করাতে তার প্রাক্তন প্রেমিক সঞ্জু এবং আরও দুই সহযোগীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এ ঘটনাকে এখন রাজস্থানের মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকাণ্ড বলা হচ্ছে।শ্রী গঙ্গানগরের পুলিশ সুপার অমৃতা দুহান জানান, ৩০ জানুয়ারি রাত ৯টার দিকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় যে একটি দম্পতি রাস্তার পাশে অচেতন অবস্থায় রয়েছে। তাদের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা আশিশকে মৃত ঘোষণা করেন। দুহান বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেয়েছিলাম যে অজ্ঞাত একটি গাড়ি একজন মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। আমরা দুর্ঘটনার স্থান পরিদর্শন করি এবং ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি টিমকে তত্ত্বাবধানে নিই। অঞ্জু (২৩) পুলিশকে জানান, তিনি এবং তার স্বামী সন্ধ্যায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, তখন একটি অজ্ঞাত গাড়ি আশিশ এবং তাকে ধাক্কা মারে। তিনি আরও দাবি করেন যে তার সোনার গহনা ছিনতাই করা হয়েছে।তদন্তে পুলিশ অঞ্জুর বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবতার মধ্যে ফারাক লক্ষ্য করে সন্দেহ প্রকাশ করে। আশিশের দেহে আঘাতের চিহ্ন এবং গলায় দড়ি চেপে মারার লক্ষণ দেখা যায়, অথচ অঞ্জুর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অঞ্জুর ফোন রেকর্ড প্রমাণ করে যে তিনি তার প্রাক্তন প্রেমিক সঞ্জুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগে ছিলেন, যিনি তার বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন। অঞ্জু ও আশিশ তিন মাস আগে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু অঞ্জু সুখী ছিলেন না এবং শীঘ্রই তিনি নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যান। সেখানে তিনি তার প্রাক্তন প্রেমিক সঞ্জুর সঙ্গে পুনর্মিলিত হন এবং আশিশের হত্যা পরিকল্পনা করেন।দুহান জানান, অঞ্জু রাতে হাঁটার সময় আশিশকে একটি নির্জন রাস্তার দিকে নিয়ে যায়। সেখানে তিনজন হামলাকারী সঞ্জু, রকি (রোহিত) এবং বাদল (সিদ্ধার্থ) গাছে লুকিয়ে ছিলেন। তারা আশিশকে নির্মমভাবে আঘাত করে হত্যা করে এবং এটিকে সড়ক দুর্ঘটনার আড়ালে ঢেকে দিতে চেয়েছিল।অঞ্জু তার ফোন ও কানের দুল হামলাকারীদের হাতে তুলে দিয়ে এটিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা মনে করাতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি অচেতন থাকার অভিনয় করেন, তবে আশিশের দেহের আঘাতের চিহ্ন পুলিশের সন্দেহ বাড়ায়। অঞ্জু ধারাবাহিকভাবে তার বিবৃতি পরিবর্তন করায় পুলিশ নিশ্চিত হয় যে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। পুলিশ ইতিমধ্যেই অঞ্জু, সঞ্জু, রকি ও বাদলকে গ্রেফতার করেছে।স্মরণীয় মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নবদম্পতি রাজা ও সোনম রঘুবংশী তাদের বিয়ের কয়েকদিন পর মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় যান। ১২ দিন পর রাজার দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে দেখা যায়, সোনম তার প্রেমিক রাজ কুশওয়া এবং তিনজন ভাড়াটে খুনির সঙ্গে যোগ দিয়ে এটিকে দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানোর জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid
1	DNIe-T No: 26/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	48,37,098.00	96,742.00	90 Days	1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 10/02/2026 up to 3:00 PM
Time and date of opening of bid: 10/02/2026 at 04:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-4131/26

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10/02/2026 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repair of 6 (Six) nos. Dysfunctional Girls Toilet in Schools under Udaipur MC, Matabari and Kakraban Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/ 3rd Call. DRAFT NIT NO: 65/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 241/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 9,00,000.00	Rs. 18,000.00	03(Three) Months	Upto 3 Pm 10/02/2026	At 10/02/2026 Hrs on 04 PM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Repair of Dysfunctional Boys and Girls Toilet in 2(Two) nos. School under Matabari Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025- 26/3rd Call. DRAFT NIT NO: 66/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 242/EE/ ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 6,00,000.00	Rs. 12,000.00	02(Two) Month	Upto 3 Pm 10/ 02/2026	At 10/02/2026 Hrs on 04 PM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	Repair of 13 (Thirteen) nos. Dysfunctional Girls/Boys Toilet in Schools under Killa Block of Gomati District under Samagra Shiksha during the year 2025-26/3rd Call. DRAFT NIT NO: 75/EE/ ENGG.CELL/Samagra/ 2025-26 PRESS NIT NO: 243/ EE/ ENGG.CELL/ Samagra/ 2025-26	Rs. 19,50,000.00	Rs. 39,000.00	04(Four) Months	Upto 3 Pm 10/02/ 2026	At 10/02/2026 Hrs on 04 PM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura

ICA/C-4141/26

Press Notice Inviting e-Tender

The Deputy Director of Agriculture, South Tripura, invites on behalf of Governor of Tripura, an e-tender from bonafied an Indian Nationality/ Individual from commercial light vehicle owners with vehicle renting business Conforming to the eligibility criteria of the tenders as stipulated in this tender document to be submitted up to 19/02/2026 at 17.30 Hours for the following works.

Sl No.	Name of Work	Tender Value Estimated Cost	EMD and Tender Fee	Completion Period	Submission on end Date	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	Hiring of Commercial light vehicle/ Car for official use of Deputy Director of Agriculture, South Tripura District, Belonia for the period w.e.f 01/03/2026 to 28/02/2027	Rs. 4,74,700	EMD : 9,494 Tender Fee : 1000	365 Days	19/02/2026 17.30 AM	20/02/2026 11.00 AM	https:// tripura tenders .gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online mode through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24 X 7 until the time of Bid closing with option for Re-submission where in only their latest submitted bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any bidder to attempt bidding after scheduled date and time of bid submission.

ICA/C-4136/26

Sd/-
(Sri Sumit Kr. Saha)
Deputy Director of Agriculture
South Tripura District, Belonia

জিপিইউ ঘাটতিই ভারতের এআই স্বপ্নের প্রধান বাধা, অর্থ বা মেধার অভাব নয়: রাজ্যসভায় উদ্বেগ রাঘব চাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় অর্থের অভাব বা মেধার সংকট নয়, বরং অত্যাবশ্যক কম্পিউটেশনাল রিসোর্স, বিশেষ করে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ)-এর ঘাটতি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা।

রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাঘব বলেন, জিপিইউ-এর ক্রমবর্ধমান মূল্য এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্ন ভারতের ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণ এবং উন্নত এআই মডেল প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। তাঁর মতে, বর্তমানে ভারতে জিপিইউ-এর সংখ্যা প্রায় ৩৪,০০০, যা বিশ্বমানের আধুনিক এআই সিস্টেম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পরিসরের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তিনি সভাপতির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, জিপিইউ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটেশনাল রিসোর্সের নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ জোগান নিশ্চিত করতে সরকার কী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, কী সময়সীমা স্থির করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কোন কোন ভূ-রাজনৈতিক স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) জিতেন্দ্র সিং স্বীকার করেন যে বিষয়টি সুপরিচিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জিপিইউ এআই উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি। মন্ত্রী জানান, 'ইন্ডিয়া এআই মিশন'-এর অধীনে কম্পিউটেশন বা 'কম্পিউট'কে একটি স্বতন্ত্র স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্তম্ভের আওতায় তালিকাভুক্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে উচ্চমানের কম্পিউটিং সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে যোগ্য ব্যবহারকারীরা খরচের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাচ্ছেন।

তিনি আরও জানান, ৩০ বিলিয়ন বা ৬৫ বিলিয়ন প্যারামিটার বিশিষ্ট বড় এআই মডেলের মতো উচ্চ কম্পিউট ক্ষমতা প্রয়োজন এমন প্রকল্পগুলির জন্য অতিরিক্ত উৎস থেকেও কম্পিউটেশনাল সহায়তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

জিতেন্দ্র সিং বলেন, সরকার এই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে সমাধানের পথে এগোচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, বেসরকারি ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে অ-সরকারি সংস্থাগুলির বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঠিক আগের দিনই বেসরকারি প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করতে প্রথম প্রস্তাব আহ্বান (কল ফর প্রোপোজাল) প্রকাশ করা হয়েছে।মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই পদক্ষেপগুলি এবং চলমান প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারত খুব শিগগিরই বৈশ্বিক মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে এবং এআই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যেও কোনও আপস করা হবে না।

দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সরস মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী তৃতীয়তম জেলাভিত্তিক সরস মেলা অনুষ্ঠিত হবে বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে।

বৃহস্পতিবার বিকাল চারটা নাগাদ মেলার শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, মেলা চলবে চার দিন ধরে। মেলায় থাকবে ২০ টি ষ্টল। জেলা থেকে স্ব-স্বসহায়ক দলগুলি তাদের হাতের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে ফুডষ্টলে হাজির হবে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ষ্টল ও থাকবে।

চারদিন ব্যাপী মেলা প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে থেকে রাত নয় টা পর্যন্ত চলবে।প্রতিদিন থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শাখা সংগঠনের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সার্বিক বিষয় নিয়ে বুধবার বিকাল পাঁচটায় দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এমডি হাবিজ উদ্দিন।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বক্সনগরে বিপুল পরিমাণ গাঁজা চাষ ধ্বংস করল অসম রাইফেলস, যার বাজারমূল্য প্রায় ২৫.৭২ কোটি

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: মাদক বিরোধী অভিযানে আরও এক সাফল্য পেল অসম রাইফেলস। ত্রিপুরার আগরতলা থেকে প্রায় ৪১ কিলোমিটার দক্ষিণে বক্সনগর এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

অসম রাইফেলস সূত্রে জানা গেছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আগরতলার বন দপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে প্রায় ৫০ একর জমিতে ছড়িয়ে থাকা আনুমানিক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার গাঁজা চারা ধ্বংস করা হয়েছে। ধ্বংস করা এই বেআইনি গাঁজা চাষের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা।

কর্তৃপক্ষের দাবি, এই অভিযান গোয়েন্দা নির্ভর কার্যকর পরিকল্পনা এবং অসম রাইফেলস ও অসামরিক প্রশাসনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর ফলে ওই এলাকায় মাদক চাষ ও পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে।

অসম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজ্য ও দেশের যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহ প্রভাব থেকে রক্ষা করতে এবং সমাজে মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে তারা ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করবে।

তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে লেফুঙ্গায় ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠা দিবস আগামীকাল ৫ ফেব্রুয়ারি। এই উপলক্ষে লেফুঙ্গায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিপ্রা মথা ১৪ বোধজংনগর—ওয়াকিনগর শাখার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল লেফুঙ্গায় অবস্থিত শচীন্দ্র দেববর্মা মেমোরিয়াল হলে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হবে। এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে স্থানীয় খেলোয়াড়দের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন মন্দির ও গির্জায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের কর্মসূচিও রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় এমডিসি তথা এডিসির পূর্ত (পি ডব্লিউ ডি) দপ্তরের মন্ত্রী রুনিয়েল দেববর্মা। তার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এপার্টমেন্ট থেকে দামী বাইক চুরি, সিসিটিভিতে ধরা পড়ল চুরির দৃশ্য, রাতের টহল নিয়ে উঠল প্রশ্ন

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: রামনগর ২ নম্বর রোডে ফের চাঞ্চল্য। একটি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থেকে দামী বাইক চুরির ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গতকাল রাতে বাইকের মালিক তার বাইকটি অ্যাপার্টমেন্টের নিচে স্বাভাবিকভাবেই পার্ক করে রাখেন। কিন্তু আজ সকালে উঠে তিনি দেখতে পান বাইকটি উধাও।

পরবর্তীতে অ্যাপার্টমেন্টে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হলে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তিনজন চোর পরিকল্পিতভাবে এসে বাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। চুরির পুরো ঘটনাই ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়।

এই ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পশ্চিম থানার পুলিশের টহলদারি কতটা কার্যকরতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, নিয়মিত ও দৃশ্যমান টহল থাকলে এ ধরনের চুরির ঘটনা অনেকটাই রোখা যেত।

বাইকের মালিক ইতিমধ্যেই পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চোরদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এখন দেখার, কত দ্রুত চুরি যাওয়া দামী বাইকটি উদ্ধার করা যায় এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ।

গঙ্গানগরে নীতি আয়োগের সম্পূর্ণতা অভিযান ২.০ এর আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: অ্যাসপিরিশনাল ব্লক গঙ্গানগরে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নীতি আয়োগের সম্পূর্ণতা অভিযান ২.০ এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। গঙ্গানগর কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বি এ সি চেয়ারম্যান খমুরাই রিয়াং, অতিরিক্ত জেলা শাসক ভি, ডার্লং, মহকুমা শাসক রিঙ্কু রিয়াং, বিডিও দেবারুন দেববর্মা সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

এই অভিযানে অ্যাসপিরিশনাল ব্লক এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি সহ মোট ৬ টি সূচকে কাজ চলবে। প্রথম পর্যায়ের সম্পূর্ণতা অভিযানে যে বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়গুলিকেই পুনরায় সামনে রেখে একশ শতাংশ সফলতা অর্জনের জন্য সম্পূর্ণতা অভিযান ২.০ শুরু হয়েছে। আগামী ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। গোটা দেশের মধ্যে মোট ৫০০ টি অ্যাসপিরিশনাল ব্লকের মধ্যে গঙ্গানগর ব্লকও রয়েছে।

এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে চলেছে। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। সরকারি দপ্তরগুলি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামী ১৮ এপ্রিলের মধ্যে এই অভিযানের মধ্য দিয়ে মানুষ নানা সরকারি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

রাজ্যপালের এডিসি হিসেবে স্কোয়াড্রন লিডার প্রসাদ প্রকাশ পট্টবর্ধনের দায়িত্বভার গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় বিমান বাহিনীর ২০১৬ ব্যাচের স্কোয়াড্রন লিডার প্রসাদ প্রকাশ পট্টবর্ধন আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর এইড-ডি ক্যাম্প (এডিসি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা পট্টবর্ধন মেজর অর্জুন মালিকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

আজ লোক ভবনে স্কোয়াড্রন লিডার প্রসাদ প্রকাশ পট্টবর্ধনের দায়িত্বভার গ্রহণের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমাও উপস্থিত ছিলেন।

খুচরো টাকা নিয়ে বচসার জেরে কৃষ্ণনগর সিএনজি স্টেশনে অটো চালককে মারধরের অভিযোগ

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: আগরতলার কৃষ্ণনগর সিএনজি স্টেশনে এক অটো চালককে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, সিএনজি স্টেশনের কয়েকজন কর্মী অটো চালককে বেধড়ক মারধর করেন। আহত অটো চালকের নাম প্রীতম বণিক। তিনি সেকেরকোট এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, খুচরো টাকা নিয়ে সিএনজি নেওয়ার সময় অটো চালক প্রীতম বণিকের সঙ্গে স্টেশনের কর্মীদের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, ওই বচসার জেরেই সিএনজি স্টেশনের কর্মীরা তার উপর চড়াও হয়ে মারধর করে।

ঘটনার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য অটো চালকরা কৃষ্ণনগর সিএনজি স্টেশনে জড়ো হয়ে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পশ্চিম থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অটো চালকদের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে গ্রাহকের পরিবারের হামলায় আহত ফাইন্যান্স সংস্থার কর্মী

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: প্রতাপগড় ঋষিপাড়া এলাকায় কিস্তির টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে গ্রাহকের পরিবারের হামলার শিকার হলেন এক ফাইন্যান্স কোম্পানির এজেন্ট। ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় গুরুতর আহত হন ওই কর্মী। আহতের নাম বলাই শব্দকর বলে জানা গেছে।

সহকর্মীদের সূত্রে জানা যায়, আজ বলাই শব্দকর ফাইন্যান্স সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রাহকের বাড়িতে যান মাসিক কিস্তির ২,০৫০ টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অভিযোগ, ওই সময় গ্রাহক যশোদা ঋষি দাসের পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করেই বলাইয়ের উপর চড়াও হন এবং মারধর করেন।

জানা গেছে, অভিযুক্ত পরিবারটি কয়েক মাস আগে সংশ্লিষ্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল। নির্ধারিত কিস্তি আদায় করতে গেলে কোনও কারণ ছাড়াই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি সহকর্মীদের।ঘটনার খবর পেয়ে ফাইন্যান্স কোম্পানির অন্যান্য কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় বলাই শব্দকরকে উদ্ধার করেন এবং চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনায় অভিযুক্ত পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

গভীর রাতে আগুনে পুড়ল গাড়ি

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত রহিমপুর এলাকায় নাশকতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার গভীর রাতে রহিমপুর এলাকার বাসিন্দা মাহিদুলের একটি মহিন্দ্রা এক্সইউভি- ৫০০ গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাতে মাহিদুল তাঁর গাড়িটি নিজ বাড়ির সামনে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। বাইরে বেরিয়ে তিনি দেখতে পান, গাড়িটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এটি পরিকল্পিত নাশকতা কি না, সেই দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিনামুল্যে সাজেশান বিলি মেধা অন্বেষার

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি।।দুইদিনে ৪ জেলার ৪ টি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামুল্যে সাজেশান বিলি করল বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা। বুধবার দুপুর ১১টায় ধলাই জেলার কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দুঃস্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে সাজেশান বই বিলি করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার জেলা পেট্রন তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, কনভেনার তথা কমলপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুপ্রিয় দত্ত, সংস্থার রাজ্য কনভেনার মনোজ রায় ও ধলাই জেলার কোঅর্ডিনেটর পঞ্চজ দেব রায়। এদিন বিকাল চারটায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তেলিয়ামুড়ার কবি নজরুল দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়ে খোয়াই জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাজেশান বিলিতে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার জেলা পেট্রন তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়, কনভেনার হরেন্দ্র দেব, যুগ্ম কনভেনর সজল ঘোষ, তেলিয়ামুড়ার পুরপিতা রূপক সরকার ও সংস্থার রাজ্য কনভেনার মনোজ রায়। এদিনই দুপুর বারটায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাজেশান বিলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পেট্রণ তথা পুরমাতা মিতালী রানী দাস সেন, সংস্থার রাজ্য যুগ্ম কনভেনার আবদুল হক, জেলা কনভেনার রঞ্জু শর্মা সহ অন্যান্যরা। বৃহস্পতিবার ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৈলাশহর দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ে সাজেশান বিলিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পেট্রন তথা পুরমাতা চপলা দেব রায়, জেলা কনভেনার প্রশান্ত কিলিকদার, যুগ্ম কনভেনর মহ: জামালউদ্দিন, রাজ্য কমিটির যুগ্ম কনভেনার আব্দুল হক সহ অন্যান্য অতিথিরা। সব অনুষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা সাজেশান বই পেয়ে মেধা অন্বেষাকে ধন্যবাদ জানায়।

নারীদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যেই সরস মেলার আয়োজন : সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের উদ্যোগে আজ থেকে বিলোনীয়ার বিদ্যাপীঠ মাঠে শুরু হয়েছে চারদিনব্যাপী তৃতীয় জেলাভিত্তিক সরস মেলা। চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই সরস মেলার উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, এক সময় আমাদের দেশের অর্থনীতি দুর্বল ছিল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ভোকাল ফর লোকাল তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারতের অর্থনীতিকে চাঙা করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে নারীদের স্বশক্তিকরণ দরকার। আর এই লক্ষ্যেই এই মেলার আয়োজন। এর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটবে। রাজ্য ও দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে। রাজ্যে লাখপতি দিদির সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক অশোক মিত্র, বি.সি.নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক মহম্মদ হাবিজ উদ্দিন। মেলায় জেলার বিভিন্ন স্বাবলম্বন গোষ্ঠী দ্বারা মোট ২৭টি স্টল খোলা হয়েছে। তাছাড়া সরকারি স্টল রয়েছে ৩টি। প্রতিদিন মেলায় রয়েছে রাজ্যের এবং বহি: রাজ্যের শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে আচমকা পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী : আজ আচমকাই জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে পরিদর্শনে যান রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই দপ্তরে উপস্থিত হয়ে তিনি একে একে বিভিন্ন শাখা ও কক্ষ ঘুরে দেখেন এবং সরেজমিনে দপ্তরের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শনকালে দপ্তরের দৈনন্দিন কাজকর্ম, পরিষেবার মান এবং আধিকারিক ও কর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। দপ্তরের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিষেবার মান নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি কয়েকটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশও দেন, যাতে পরিষেবা আরও গতিশীল ও জনমুখী হয়।

পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের নিয়ে একটি তাৎক্ষণিক বৈঠকে বসেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ওই বৈঠকে দপ্তরের কাজকর্ম আরও দ্রুত ও কার্যকর করা, সাধারণ মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধান এবং পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং পরিষেবার মান উন্নত করতেই এই আচমকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের পরিদর্শন চলবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। এই আচমকা পরিদর্শন প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সংসদে বিরোধীদের

● প্রথম পাতার পর

মোদী বলেন, তিনি ভিন্নুকে দেশদ্রোহী বলেছেন কারণ তিনি শিখ। এটি শিখ সম্প্রদায় ও গুরুদের প্রতি অপমান।

মোদি দেশের সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তি—র কথাও উল্লেখ করেন, বলেন, আমরা ৯টি বড় দেশের সঙ্গে চুক্তি করেছি এবং ২৭ দেশের ইইউ—এর সঙ্গে 'মাদার অফ অল ডিলস' করেছি। তিনি কংগ্রেসের সময়কালের বোফোর্স দুর্নীতির সঙ্গে বর্তমান স্বচ্ছ চুক্তির তুলনা করেন।

বিরোধী সাংসদদের বয়কট ও সংসদের বাইরে প্রতিবাদের মাঝেও মোদী আঞ্চলিক দলগুলিকে আক্রমণ করেন। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তাদের হৃদয়হীন সরকার জনগণের ভবিষ্যত ডুবাচ্ছে। তিনি অনুপ্রবেশ ও চাকরির সুযোগ নিয়ে বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা যুবদের চাকরির সম্ভাবনা ও আদিবাসী জমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ভাষণের নাটকীয় মুহূর্তে মোদী অভিযোগ করেন, যারা মোহব্বত কি দুকান—এর স্লোগান দিচ্ছে, তারা প্রকৃতপক্ষে চিৎকার করছে, মোদি তেরি কবর খুঁড়ে গা। তিনি বলেন, ২৫ বছর ধরে প্রতিদিন আমাকে অপমান করেছে কংগ্রেস। মোদি আরও বলেন, বিকশিত ভারত গড়ার পথে দেশের যুব ও মধ্যবিত্ত জনগণ ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা

● প্রথম পাতার পর

মেঘালয়ের ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলস জেলার থাংসকাই এলাকায় ১৬ শ্রমিকের প্রাণহানির কয়লা খনি দুর্ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে স্যাংমা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনায় গভীরভাবে দুঃখিত। যারা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো আপস হবে না। তিনি আরও যোগ করেন, এই শোকের মুহূর্তে, রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত সকলের পাশে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট জনবিরোধী

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলো না।

বিক্ষোভ সভায় এক নারী নেত্রী অভিযোগ করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেট সাধারণ মানুষ, শ্রমিক ও নারীদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে কর্পোরেট গোষ্ঠীর সুবিধা নিশ্চিত করেছে। তাঁর দাবি, মনরেগার মতো গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় গ্রামীণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষ চরম সংকটের মুখে পড়বেন। তাই অতিসত্বর বাজেট প্রত্যাহার ও শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ইটভাট্টায় মহিলা শ্রমিকের

● প্রথম পাতার পর

পুরুষ মিলিয়ে ৫২ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। ইটভাটার ম্যানেজার সঞ্জয় নাহা জানান, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা নিজ নিজ কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তবে স্বপ্না টিক্কাকে কাজে যেতে না দেখে অন্য মহিলা শ্রমিকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এক পর্যায়ে দেখা যায়, তিনি যে ঘরে রাতে ছিলেন, সেই ঘরের কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, ঘরের চালের লোহার রডের সঙ্গে সাদা রঙের নাইলনের দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন স্বপ্না টিক্কা। এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত মহিলা শ্রমিকরা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অনেকে হাউমাউ করে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে অন্যান্য শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

খবর পেয়ে ইটভাটার ম্যানেজার সঞ্জয় নাহা এবং ভাটার তিন মালিক এমডি কামাল হোসেন, রাজেশ দেবনাথ ও নজরুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে যাত্রাপুর থানায় বিষয়টি জানান। সকাল প্রায় আটটা নাগাদ যাত্রাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর ডোমের মাধ্যমে মৃতদেহ উদ্ধার করে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পুলিশকে ময়নাতদন্তের পরামর্শ দেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যাত্রাপুর থানা এলাকায় ইদানীং এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

রাজ্যে এখন অনেক

● প্রথম পাতার পর

গণকি থেকে স্বপন পাল এসেছেন তার মেয়ের জটিল এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া এবং ধর্মনগরের বিশ্বজিৎ ধর এসেছেন তার জটিল এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগের চিকিৎসাজনিত সহায়তায় জন্য। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের এই দু''জনের দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। খোয়াই থেকে আগত সুসেন দেব এসেছেন তার স্ত্রীর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য, উদয়পুরের বাগমা থেকে বিশ্বজিৎ পাল এসেছেন তার কিডনিজনিত রোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য।

এছাড়া আগরতলার এমবিবি কলেজ এলাকার শ্যামলিকন্যা জমাতিয়া, আগরতলার দক্ষিণ জয়নগরের বিষ্ণুপ্রিয়া সূত্রধর তার বাবার হৃদরোগের চিকিৎসা, আগরতলার রামনগরের হেনা বেগম তার স্বামীর চিকিৎসা, আগরতলার মিলনচক্রের রত্না গুপ্তা তার ছেলের চিকিৎসা, সিঙ্গারবিলের দীঘালিয়ার মনমোহন সাহা তার হৃদরোগের চিকিৎসার সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন ও সাহায্য করার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন এবং উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব ডা. সমিত রায় চৌধুরী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরমনি দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী, সদর মহকুমার এসডিএম মানিকলাল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাকি প্রথম কিস্তি

● প্রথম পাতার পর

প্রভাব সামলানোর অনন্য ব্যবস্থা।

২০০৮ সালে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চম বেতন কমিশন গঠন করেছিল, যা মহার্ঘ্য ভাতা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্র সরকারের প্রথা অনুযায়ী দুই কিস্তিতে বরাদ্দ করার সুপারিশ করেছিল। কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার জন্য আদালতে লড়াই চালাচ্ছিলেন। ২০২২ থেকে এই মামলায় ১৮টি স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এখন, ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা মূল বেতনের ১৮ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে, যা কেন্দ্রের কর্মচারীদের তুলনায় প্রায় ৪০ু কম। রাজ্য বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেন, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ রাজ্য কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ভুল প্রমাণিত হলেন যে মহার্ঘ্য ভাতা কোনো অনুদান নয়।

শরিক দলের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

কিশোর দেববর্মণ বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের উপস্থিতিতেই যে সমঝোতা হয়েছে, তা আগামী দিনে কার্যকর হলে স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি)-র জন্য দিল্লি থেকে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এতে অনেকের রাজনৈতিক দোকান বন্ধ হয়ে যাবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে দুঃখজনক ও আপত্তিকর বিষয় হল, কিছু নেতা তার মা-কে নিয়েও অশালীন ও অসহনীয় মন্তব্য করছেন। এ ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে স্পষ্ট জানান তিনি।

প্রদ্যোতর কথায়, যারা তিপরা মথার বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন, ভবিষ্যতে তাঁদের রাজনৈতিক সুবিধা আর থাকবে না। তাই কারও বিরুদ্ধে আক্রমণ করার আগে শব্দ চয়ন নিয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। এমনকি বিজেপির সঙ্গে এডিসি নির্বাচনে জোট নিয়েও সন্দেহ রয়েছে বলে দাবি প্রদ্যোতের।

আমাদের কাছে কোনো বিকল্প

● প্রথম পাতার পর

তিনি প্রত্যেককে এই জয়ের জন্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান। মন্ত্রী বলেন , বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরাতে অভুতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরো বলেন, রাজ্যে পরিবর্তন আনার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা প্রয়োজন। একটি কথার প্রচলন ছিল, আজ বঙ্গ যা ভাবছে, আগামীকাল তা ভাববে ভারত। তারা পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করেছে। পূর্বে সিপিআইএম ধ্বংস করেছিল এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেস একই কাজ করছে। জনগণকে উদ্যোগ নিতে হবে, আর আপনাদের, বিজেপি কর্মীদের শক্তি কেন্দ্রে কাজ করতে হবে। আমরা সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করব।

মন্ত্রী ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের উন্নয়নকেও তুলে ধরেন এবং বলেন সিপিআইএমের ৩৫ বছরের শাসনের সময় ত্রিপুরায় মাত্র ৭২,০০০ সরকারি ঘর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আমরা গত সাত বছরে ৪.৯৬ লক্ষ ঘর প্রদান করেছি। এটাই বিজেপি, জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা। আমাদের মাথাপিছু আয় ১.৯৮ লাখ টাকা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ১.৫৪ লাখ টাকা। ত্রিপুরার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখছে। বিজেপি সবার জন্য কাজ করে এবং আমাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন করা। ভারত এখন চতুর্থ বৃহত্তম বিশ্বের অর্থনীতি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে আমরা এটিকে প্রথম স্থানে নিয়ে আসব সমস্ত রাজ্যের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

াঙ্গন

উৎসাহ উদ্দীপনায় নন্দনগর ও রাজনগর বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শরীর ও মনকে সুস্থ রেখে খেলাধুলায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছরই সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আয়োজন করা হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এবারও যেন তার ব্যতিক্রম নয়। ঐতিহ্যমেনে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে এখন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার এমন টায় দেখা গেল আগরতলা রাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শহরতলী নন্দনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নন্দনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সহ বিশিষ্ট জনেরা। অন্যদিকে রাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌরনিগমের মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন তুষার ভট্টাচার্য সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা। পৃথক পৃথকভাবে দুটি স্কুলে আয়োজিত এই বার্ষিক রায় দিনভর বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র সহ পুরস্কার। প্রতিযোগিতামূলক এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে লক্ষ্য করার গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। নন্দনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যে ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলেছে। গত তিন বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি এলাকায় নতুন করে ৬০০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা হবে ছাত্রাবাস। জাতীয় নয়া শিক্ষা নীতিতে বলা হয়েছে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষ ও স্মার্ট শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ছেলে মেয়েদের যাতে সামগ্রিক উন্নয়ন হয় সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে চলেছে সরকার।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের কো: ফাইনালের লাইনআপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামী ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের মূল পর্বের কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩২ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত আটটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে ১৬ টি দল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নকআউট পদ্ধতিতে খেলেছে। একই সময়ে রাজ্যের আটটি মাঠে আটটি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার থেকে বিজয়ী আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে কৈলাশহর খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তথা জেসিসি-র বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন ক্লাব ও বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে মোহনপুর ও বিশালগড় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। টি আই টি গ্রাউন্ডে সোনামুড়া ও ধর্মনগর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল দুটি ম্যাচ ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ফাইনাল ম্যাচ ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

লক্ষণ সিং মুড়া বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা।বিগত দিনের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে মোহনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অন্তর্গত লক্ষণ সিং মুড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী মোহনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক নীলিমা ভদ্র, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনচার্জ শুভজিত গুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন দাস।বক্তারা তাদের আলোচনায় বিদ্যালয়ের এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি নিম্ন বুনিয়াদি স্তরে এ ধরনের আয়োজন কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করতে এবং তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করতে সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক বিকাশ এবং রাজ্য সরকারের "নেশামুক্ত ত্রিপুরা" গড়ার লক্ষ্যকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভূমিকা অপরিসীম। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী দিনে বিদ্যালয়টি তার ছাত্র-ছাত্রীমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মোহনপুর মহকুমার একটি আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।প্রতিযোগিতার সমান্তরালে আয়োজিত সাংস্কৃতিক পর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোজ্ঞ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানটি সফল করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া কনভেনর শিক্ষক নিরোধ লাল দাস, সাংস্কৃতিক কনভেনর শিক্ষিকা মিঠু ভৌমিক (দেবনাথ), সহযোগিতায় শিক্ষক সঞ্জিত সূত্রধর।বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষে অতিথি ভোজনের আয়োজন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য পরিবেশন করা হয় "মাংস-ভাত"। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনমানসে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

তৃষানের শতক বিফলে, প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে মোহনপুর কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ন্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং মোহনপুর দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দিয়েছে। হেরে ছিটকে যেতে হয়েছে শহরের বনেদি ক্লাব চলমান সংঘকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনপুর এবং চলমান সংঘের ম্যাচটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে মোহনপুর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। মূলতঃ দ্বিতীয় ইনিংসে মোহনপুরের অন্তিম উইকেটের জুটিতে জয়ন্ত ও পান্থরের উইকেটে টিকে থাকার অনবদ্য প্রয়াস শেষ পর্যন্ত দলকে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা নিশ্চিত করে দেয়। টিআইটি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া ম্যাচে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৫৭ ওভার তিন বল খেলে ১৫৮ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মোহনপুরের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৯১ রানে ৭৮ ওভার ৫ বল খেলে। ৩৩ রানে পিছিয়ে থেকে চলমান সংঘ দ্বিতীয় ইনিংসে দায়িত্বের সঙ্গে মারকুটে ব্যাট চালিয়ে ৫৮ ওভার ৫ বল খেলে ২২৪ রানে ইনিংস শেষ করলে মোহনপুরের সামনে দারুন টার্গেট ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে থাকা মোহনপুর সরাসরি জয়ের ঝুঁকি না নিয়ে ব্যাট চালিয়ে টিকে থাকার কঠিন সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করে তোলে। তৃতীয় দিন তথা অন্তিম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে মোহনপুর ৭০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৯৯ রান সংগৃহীত হলেও ন-টি উইকেট হারাতে হয়। ব্যাটিংয়ে চলমান সংঘের তৃষান দেবের ১০১ রান এবং কিষান সরকারের ৪৩ রানের পাশাপাশি মোহনপুরের অন্তরীপ সাহার ৭৯ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে মোহনপুরের পান্থর দেববর্মা ৩৬ রানে ৬টি উইকেট দখল করে দুর্দান্ত চলমানকে থামিয়ে রাখার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। চলমানের সৌরভ সরকার ৪৮ রানে পাঁচটি এবং সুশোভন চক্রবর্তী নয় রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল।

রায়হান আরমানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে উদয়পুরকে হারিয়ে সোনামুড়া কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রায়হান আহমেদ আরমানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। যেমন ব্যাটিং, তেমনি বোলিং। ২ ইনিংসে ৬৩ রানের বিনিময়ে ১২ উইকেট দখলের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৭২ রানের ইনিংস। ১১৯ রানের বড় ব্যবধানে শক্তিশালী উদয়পুরকে হারিয়ে সোনামুড়া কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সোনামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৪৪ ওভার ৪ বল খেলে ১৩২ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে উদয়পুর ৬৪ ওভার ৩ বল খেলে ১৭০ রানে ইনিংস শেষ করলে ৩৮ রানে লিড পায়। পিছিয়ে থেকে কৈলাশহর দ্বিতীয় ইনিংসে দারুন ব্যাটিংয়ের সুবাদে ৭১ ওভার ৪ বল খেলে ২৫৫ রান সংগ্রহ করে। এদিকে, জয়ের জন্য ২১৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে উদয়পুর খেলতে নেমে ৩৩ ওভার তিন বল খেলে ৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে সোনামুড়ার রায়হান আহমেদ আরমান এর ৭২ রান এবং দেবার্পন দাসের ৫২ রানের পাশাপাশি উদয়পুরের শাহীন হোসেন পোদ্দারের ৪৬ রান উল্লেখযোগ্য। রায়হান আহমেদ আরমান ২ ইনিংসে ৬৩ রানের বিনিময়ে বারোটি উইকেট দখল করে দলের আধিপত্য বজায় রাখার পাশাপাশি দলকে জয়ী করে এবং প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। উদয়পুরের সোমদেব শীল ৪টি উইকেট পেয়েছিল ৫৩ রানের বিনিময়ে।

রাঁচীতে হায়দ্রাবাদ জয় দিয়ে লীগ শুরুর ইচ্ছা রাজ্যের মহিলা ক্রিকেটারদের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন অভিপ্রায় ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের। প্রতিপক্ষ হায়দ্রাবাদ। রাজ্য দলের মহিলা ক্রিকেটাররা শেষ সময়ের টিপসও নিয়ে নিয়েছে কোচদের থেকে। প্রথম ম্যাচেই জয় চাইছে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা। ত্রিপুরা দল আগামীকাল হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। বিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের এই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা দলের গ্রুপে হায়দ্রাবাদ ছাড়া আরও যে দলগুলো রয়েছে তা হলো: পাঞ্জাব, রেলওয়েজ, কেরালা, গোয়া, সৌরাষ্ট্র ও দিল্লি। আগামীকাল সকাল ৯ টায় রাঁচির তৌরিয়ান স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম হায়দ্রাবাদের ম্যাচ। অন্য আরও তিনটি মাঠে গ্রুপের অপর খেলায় কেরালা-রেলওয়েজ, দিল্লি-গোয়া এবং পাঞ্জাব-সৌরাষ্ট্র পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বলা বাহুল্য, রাজ্য দল ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে। রাজ্যদলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋজু সাহা। ডেপুটির ভূমিকা মৌচৈতি দেবনাথ। রাজ্য দলের অন্যান্য খেলোয়াররা হলেন: প্রিয়াঙ্কা আচার্য, অগ্রপূর্ণা দাস, ঝুমকি দেবনাথ, অন্বেষা দাস, ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া, অম্বিকা দেবনাথ, সুরভী রায়, মামন রবি দাস, পুজা দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে, মৌমিতা দেব, সুলক্ষণা রায়, নিকিতা দেবনাথ। চিফ কোচ সারন্য আর এস। সহকারী কোচ শুভ্র পাল। ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ যথাক্রমে ৮ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে, ১০ ফেব্রুয়ারি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা খেলবে কেরালার বিরুদ্ধে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ও গোয়ার ম্যাচ রয়েছে। সৌরাষ্ট্র ও দিল্লির মুখোমুখি হবে যথাক্রমে ১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি

দুই ক্রিকেটারের চোট নিয়ে অন্ধকারে গম্ভীরেরা

বিশ্বকাপের আগে ধোঁয়াশা বাড়ছে ভারতীয় দলে। আর সেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে চোট নিয়ে। চোট পেয়ে বেশ কিছু দিন ধরে মাঠের বাইরে রয়েছেন স্পিনার-অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছেন হর্ষিত রানা। দুই ক্রিকেটারের চোট কতটা সেরেছে, তা নিয়ে নাকি কোনও তথ্যই নেই ভারতের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের কাছে।'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন সুন্দর। তিনি কতটা সুস্থ হয়েছেন, বা কবে থেকে মাঠে নামতে পারবেন সে বিষয়ে আগরকরদের কাছে কোনও তথ্য এসে পৌঁছোয়নি। নির্বাচকেরা ও গম্ভীর অপেক্ষা করছেন, কবে সেই তথ্য আসবে। যত ক্ষণ না সুন্দরের চোটের তথ্য জানা যাচ্ছে, তত দিন বিশ্বকাপের দল নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন সুন্দর। তার পর থেকে ক্রিকেটের বাইরে তিনি। জানা গিয়েছে, সুন্দরের চোট যতটা তাড়াতাড়ি সারবে বলে চিকিৎসকেরা ভেবেছিলেন, তার থেকে বেশি সময় লাগছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্বাচকেরা কত দিন অপেক্ষা করবেন তা জানা যায়নি। কিন্তু আপাতত সুন্দরের পরিবর্ত নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তাঁরা। পুরো সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের চিকিৎসকদের রিপোর্টের উপর।বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে মাত্র এক ওভার বল করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন হর্ষিত রানা। তাঁর চোট কতটা গুরুতর সেই বিষয়েও নাকি নির্বাচকদের কাছে কোনও তথ্য নেই। হর্ষিতের চোট কতটা গুরুতর তা জানেন না আগরকরেরা। ফলে সব মিলিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ভারতীয় দলে। তবে জানা গিয়েছে, খুব বেশি দিন সুন্দরের জন্য অপেক্ষা করা হবে না। আপাতত গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের প্রথম একাদশ মোটামুটি তৈরি থাকায় সুন্দরকে লাগবে না। কিন্তু নক আউটে প্রয়োজন পড়তে পারে। ফলে খুব বেশি হলে গ্রুপ পর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন নির্বাচকেরা। তার মধ্যে সুন্দর সুস্থ হয়ে মাঠে না নামতে পারলে তাঁর পরিবর্তে ১৫ জনের দলে অন্য ক্রিকেটার নেওয়া হবে। সেই ইঙ্গিতই পাওয়া গিয়েছে রিপোর্টে।

রেজাউল, অনীক, রাজদীপের পারফরম্যান্সে পোলস্টারকে হারিয়ে কৈলাশহর কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রেজাউল, অনীকের দুর্দান্ত ব্যাটিং। ২ ইনিংসে সেরা বোলিং রাজদীপের। পুরো টিমের দারুন পারফরম্যন্সে ১০৬ রানের বড় ব্যবধানে শহরের বনেদি ক্লাব পোলস্টারকে হারিয়ে কৈলাশহর কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কৈলাশহর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩০ ওভার ৫ বল খেলে ১২৯ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ৪৬ ওভার ৩ বল খেলে ১৪৬ রানে ইনিংস শেষ করলে ১৭ রানে লিড পায়। পিছিয়ে থেকে কৈলাশহর দ্বিতীয় ইনিংসে দারুন ব্যাটিংয়ের সুবাদে ৬৭ ওভার ৫ বল খেলে ২১৩ রান সংগ্রহ করে। এদিকে জয়ের জন্য ১৯৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পোলস্টার ক্লাব খেলতে নেমে ৩৫ ওভারে ৯০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পোলস্টার এর বিশাল শীল প্রথম ইনিংসে ৫২ রানে একাই নয় উইকেট দখল করলেও শেষ পর্যন্ত তা কাজে আসেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে বোলাররা সাফল্যের ধারা ধরে রাখতে পারেনি। অপরদিকে কৈলাশহরের রাজদীপের দুর্দান্ত বোলিং পোলস্টারের দ্বিতীয় ইনিংস ৯০ রানে থামিয়ে দেয়। দারুন বোলিংয়ের সৌজন্যে রাজদীপ সিনহা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

পদ্মজং ফুটবল টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে ত্রিপুরা পুলিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত জেনারেল পদ্মজং মেমোরিয়াল ইনভাইটেশনাল ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে দাপুটে জয় পেল ত্রিপুরা পুলিশ। আসাম পুলিশকে ৩---০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে ত্রিপুরা পুলিশ।সাদা জার্সি পরিহিত ত্রিপুরা পুলিশ শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের কৌশল বেছে নেয়। অন্যদিকে লাল জার্সি পরিহিত আসাম পুলিশ ম্যাচের ৬ষ্ঠ মিনিটেই একটি ফ্রি-কিক থেকে গোলের সুযোগ পেলেও ত্রিপুরা পুলিশের জমাট রক্ষণভাগের সামনে তা ব্যর্থ হয়। ম্যাচের ১৪ মিনিটে প্রথম সাফল্য পায় ত্রিপুরা পুলিশ। ১৬ নম্বর জার্সিধারী বিলাস দেববর্মার দর্শনীয় গোল দলকে ১---০ ব্যবধানে এগিয়ে দেয়।খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে ২৬ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোলটি করেন ২৩ নম্বর জার্সিধারী কেলভিন ডার্লং। ২—০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে ত্রিপুরা পুলিশ।বিরতির পর ফিরে এসেও আক্রমণের ধার কমায়নি ত্রিপুরা পুলিশ। ৫৪ মিনিটে বাঁ-প্রান্ত থেকে অসাধারণ এক শটে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি নিশ্চিত করেন ১৪ নম্বর জার্সিধারী নুনরোয়া ডার্লং। খেলার শেষ মুহূর্তে আরও একটি সুযোগ তৈরি হলেও সামান্য ভুলে ব্যবধান ৪—০ হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩—০ গোলের সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ত্রিপুরা পুলিশ।পুরো ম্যাচে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য ত্রিপুরা পুলিশের ২৪ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় রিচার্ড ত্রিপুরাকে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' ঘোষণা করা হয়। ম্যাচটি পরিচালনা করেন প্রধান রেফারি বিপ্লব সিং।গত ৪ তারিখের বাতিল হওয়া মণিপুরের শক্তিশালী দল টি.আর.এ.ইউ বনাম ত্রিপুরার ওয়াই.ডি.এ এ-র মধ্যের ম্যাচটি আগামীকাল অনুষ্ঠিত হয় হবে এবং জয়ী দলটি জম্পুইজলা এফ সি এর সাথে ৮ ফেব্রয়ারী দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ কারনে ৪ তারিখের ম্যাচটি বাতিল হওয়ায় খেলার দিনসূচীতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

পাকিস্তানের ভারত-ম্যাচ বয়কট নিয়ে দুই অধিনায়ক দুই মেরুতে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে যদি পাকিস্তান ভারত-ম্যাচ বয়কট করে তা হলে সাক্ষাৎ হবে না দুই অধিনায়কের। বিশ্বকাপের আগেও দেখা হল না সূর্যকুমার যাদব ও সলমন আলি আঘার। মঞ্চ ভাগ করলেন না তাঁরা। বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে নাটক কমছে না। এখনও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় পাকিস্তান। পাল্টা ভারতও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। দুই মেরুতে দুই দেশের অধিনায়ক।শনিবার থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে বৃহস্পতিবার অধিনায়কদের সাংবাদিক বৈঠক ছিল। নিয়ম মেনে সকল অধিনায়ককে সেখানে উপস্থিত থাকতে হয়। কিন্তু এ বার ২০ দেশের অধিনায়কের একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক হয়নি। তাঁদের ব্যাচে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এক ব্যাচ সাংবাদিক বৈঠক করেন শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। সেখানে ছিলেন পাক অধিনায়ক সলমন। আর এক ব্যাচ সাংবাদিক বৈঠক করেন ভারতের মুম্বইয়ে। সেখানে ছিলেন সূর্যকুমার।এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আইসিসিও দুই দেশকে একমঞ্চে রাখতে চাইছে না। ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে খেলতে না গেলেও সাংবাদিক বৈঠকে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও পাক অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান একমঞ্চেই ছিলেন। এশিয়া কাপেও সূর্য-সলমন একমঞ্চে ছিলেন। যদিও হাত মেলাননি তাঁরা। কথাও বলেননি। কিন্তু এ বার দুই অধিনায়কের দেখাই হল না।ভারত-ম্যাচ বয়কট নিয়ে নিজের অবস্থান বদলাননি সলমন। আরও একবার দেশের সরকারের হাতেই সিদ্ধান্ত ছেড়েছেন তিনি। সলমন বলেন, "ভারত-ম্যাচ আমাদের হাতে নেই। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা তাকে সম্মান জানাই। সরকার যা বলবে সেটাই মানব।" যদি সেমিফাইনাল বা ফাইনালে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হয়, তা হলেও সরকারের সিদ্ধান্ত মেনেই তাঁরা চলবেন বলে জানিয়েছেন সলমন। তিনি বলেন, "আবারও বলছি, আমাদের হাতে কিছু নেই। যদি সেমিফাইনাল বা ফাইনালে ভারতের সামনে পড়ি, তা হলেও সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই মেনে চলব।"তা হলে কি এ বারের বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থেকে বঞ্চিত হবেন দর্শকেরা? জবাবে সলমন বলেন, "আরও তিনটে ম্যাচ তো আছে। সেগুলোর মজা নেবে সকলে।" অধিনায়ক হিসাবে নিজের প্রথম বিশ্বকাপে নামছেন সলমন। অতীত মনে রাখতে চাইছেন না তিনি। সলমন বলেন, "হ্যাঁ, আগের বিশ্বকাপে আমরা আমেরিকার কাছে হেরেছিলাম। কিন্তু এ বার নতুন বিশ্বকাপ। পুরনো কথা মনে রাখছি না। প্রথম বার অধিনায়ক হিসাবে বিশ্বকাপে নামছি। ভাল ফল করার চেষ্টা করব।"বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদেই ভারত-ম্যাচ বয়কটের ডাক দিয়েছে পাকিস্তান। বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না থাকায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন সলমন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশিরা আমাদের ভাই। পাকিস্তানের প্রতি ওদের সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ওদের বিশ্বকাপে না খেলা দুঃখজনক।"সূর্যকুমার অবশ্য মুম্বইয়ে বসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁরা সূচি অনুযায়ীই সব করবেন। কারণ, বয়কটের সিদ্ধান্ত পাকিস্তান নিয়েছে। ভারত নয়। সাংবাদিক বৈঠকে ভারত অধিনায়ক বলেন, "আমাদের কথা পরিষ্কার। আমরা বলিনি ওদের সঙ্গে খেলব না। ওরা বলেছে। আমাদের বিমানের টিকিট কাটা আছে। প্রথমে আমরা এখানে খেলব। এখান থেকে দিল্লি যাব। তার পর কলম্বো যাব। ওদের সিদ্ধান্ত আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।"পাকিস্তানের সরকার ভারত-ম্যাচ বয়কটের কথা ঘোষণা করলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি। ফলে জটিলতা আরও বেড়েছে। যদি পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে না খেলে, তা হলেও প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে ভারতকে কলম্বো যেতেই হবে। তবেই তাদের ২ পয়েন্ট দেবে আইসিসি। নইলে ভারতও শাস্তি পেতে পারে। সেই কারণেই সূর্য্য জানিয়েছেন, সূচি মেনে যাবেন তাঁরা।

পাকিস্তান ভারত-ম্যাচ বয়কট করার চার দিন পর মুখ খুলল বাংলাদেশ সরকার! সাত লাইনের পোস্ট ক্রীড়া উপদেষ্টা নজরুলের

ভারত ম্যাচ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। বুধবার সে কথা আবার জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বৃহস্পতিবার তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। কিছু দিন আগেই বাংলাদেশের এক কর্তা জানিয়েছিলেন, আর্থিক ক্ষতি এড়াতে দু'দেশের ম্যাচ হওয়া খুবই জরুরি।পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে একটা স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছি। আমরা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলব না।" তিনি আরও যোগ করেন, "খেলাধুলোয় রাজনীতি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বাংলাদেশের পাশে আছি। আমার মনে হয়, এটা সঠিক এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত।"এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ১০.১৩ নাগাদ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন নজরুল। তিনি লেখেন, "ধন্যবাদ পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর দেশ ভারত-ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার সদস্যদের তিনি বলেন, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলব না। কারণ খেলার মাঠে কোনও রাজনীতি থাকা উচিত নয়। আমরা খুব ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমি মনে করি এটা খুবই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।"উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'-কে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেছিলেন, "ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে। আমাদের লভ্যাংশও কমে যাবে। এই রকম ক্ষতি আমরা চাইনি।" এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ায় এমনিতেই আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের। বিশ্বকাপে যোগ দিলে যে টাকা তারা পেত, সেটা আর পাবে না। তার পর যদি আবার ভারত-পাক ম্যাচ না হওয়ায় তাদের আর্থিক ক্ষতি হয় তা হলে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো অবস্থা হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের।বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আর এক কর্তা বলেছিলেন, "ভারত-পাক ম্যাচ না হলে আইসিসির অর্থভান্ডারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখানে সকলের মতো তো আমরাও ভাগীদার। ধরুন, কেনিয়া বা উগান্ডা এক-দু'লক্ষ ডলার পেলেই খুশি। কিন্তু আমাদের দেশের ক্রিকেটে যে পরিকাঠামো, অত কম টাকায় চালানো যাবে না। টাকা কমে গেলে আমরা কী ভাবে দেশের ক্রিকেট চালাব?" ওই কর্তা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেটের আয়ের প্রধান উৎস আইসিসি। ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে এখন তেমন আয় নেই। সম্প্রচারস্বত্ব ও স্পনসর থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে গোটা বছরের ক্রিকেট চালানো কঠিন। তাই চিন্তা বাড়ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের।

মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করা না গেলে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা: মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করা না গেলে রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সেই দিশায় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে কাজ করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। এর পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ করতে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

আজ সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে ৩য় জেলাভিত্তিক সরস মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কিছুদিন আগে আগরতলায় কেন্দ্রীয়ভাবে সরস মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। আজ এই অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিগুলিকে সম্বর্ধনা দেওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। এই কর্মকান্ড থেকে অন্যান্যরাও অনুপ্রাণিত হবে। কারণ এই বাল্যবিবাহ একটা সামাজিক ব্যাধি। সেখানে জেলাশাসকের নেতৃত্বে এধরণের উদ্যোগ খুবই অনুপ্রেরণাযোগ্য। এই কার্যক্রমে অফিসারদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও যুক্ত হতে হবে। স্থানীয় গ্রামবাসী, জনপ্রতিনিধি, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, শিক্ষক, সচেতন অভিভাবকদের এই কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমি আশা করি আমরা যে সুফল পেয়েছি সেটা আগামীদিনেও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন যতক্ষন পর্যন্ত না মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করা যাবে, তাদের ক্ষমতায়ন করা না যাবে ততক্ষন রাজ্য ও দেশ কোন অবস্থায় উন্নত হতে পারবে না। সেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রাজ্য সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। বিভিন্ন বিষয় এখানে রাখা হয়েছে। যেমন - ভোক্যাল ফর লোক্যাল এ প্রধানমন্ত্রী বারবার জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নিজেদের পণ্যসামগ্রীর উপর গুরুত্ব বেড়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যেভাবে মা বোনেদের প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে তাতে তাদের গুণগত মান উন্নয়ন হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল আমরা ১ লাখ ১৮ হাজার লাখপতি দিদি তৈরি করবো।

সেই জায়গায় ৯৫ লাখপতি দিদি হয়েছে ত্রিপুরায়। এটা একটা বিশাল বিষয়।

এবারও আমরা বাজেটে দেখেছি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে বাজেট পেশ করেছেন। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ু মহিলা। আর তাদের স্বশক্তিকরণ করা না গেলে রাজ্যও উন্নত হবে না। তাই আমরাও সেই দিশায় কাজ করছি। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন(টিআরএলএম) যেভাবে কাজ করছে তাতে আগামীদিনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, এডিসি সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরা, জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক গণ। উল্লেখ্য, এই জেলাভিত্তিক সরস মেলা চলবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি তিনদিন পর্যন্ত।

রামনগর ও শকুন্তলা রোডে নিগমের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা পুরনিগমের টাস্ক ফোর্সের উদ্যোগে বেআইনি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গতকাল গভীর রাতেও রামনগর চৌমুহনী এলাকায় ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে রাস্তা দখল করে গড়ে ওঠা বেআইনি দোকান ও স্থাপনা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় আগরতলা পুরনিগমের বুলডোজার দিয়ে। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। মেয়র বলেন, শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং সাধারণ মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে বেআইনি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

এদিকে, আজ সকাল পর ফের সন্ধ্যাতেও উচ্ছেদ অভিযান জারি রাখা হয়। সন্ধ্যায় শকুন্তলা রোড সহ আশপাশের এলাকায় টাস্ক ফোর্স অভিযান চালিয়ে রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করে। প্রশাসনের কড়া অবস্থানের ফলে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। যারা অবৈধভাবে ব্যবসা করছিল তাদের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুরনিগমের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগরতলাকে পরিচ্ছন্ন ও যানজটমুক্ত রাখতে বেআইনি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কোনও রকম আপস করা হবে না।

২২ বছরের ব্যবধান, প্রধানমন্ত্রীর জবাব ছাড়াই রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুমোদন লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ২২ বছরের ব্যবধান। ২০০৪ সালের পর এই প্রথমবার বৃহস্পতিবার লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জবাব ছাড়াই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব অনুমোদিত হল। বাজেট অধিবেশনের সময় সংসদের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর প্রধানমন্ত্রী সাধারণত যে জবাব দেন, তা এদিন আর দেওয়া হয়নি। বুধবার রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর জবাব দেওয়ার কথা ছিল। তবে বিরোধী সাংসদদের টানা হইচই ও স্লোগান-চালানোর জেরে লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করে দেন স্পিকার। বৃহস্পতিবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সংসদের যৌথ অধিবেশনে গত ২৮ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির দেওয়া ভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাবটি পাঠ করে শোনান। বিরোধী সদস্যদের স্লোগানের মধ্যেই ধ্বনি ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিস্থিতির কোনও উন্নতি না হওয়ায় অধ্যক্ষ লোকসভা অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই ইন্ডিয়া ব্লকের সাংসদরা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। এর জেরে অধিবেশন দ্রুত মুলতবি হয়ে যায়। বিরোধী সাংসদরা অভিযোগ করেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে সংসদে বক্তব্য রাখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে ২০২০ সালের ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ সংক্রান্ত সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নরবণের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তোলা হয়। এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টানা প্রতিবাদ চালাচ্ছে বিরোধী দলগুলি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সরকার ও বিরোধীদের সংঘাত চরমে পৌঁছয়, যখন বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে কংগ্রেসের আটজন সাংসদকে বাজেট অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য বরখাস্ত করা হয়।

২০০৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে জবাব দিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ ২০০৫ সালের ১০ মার্চ মনমোহন সিংয়ের ভাষণের একটি ভিডিও শেয়ার করেন। ভিডিওটিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ২০০৪ সালের ১০ জুন তাঁকে কীভাবে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে জবাব দিতে দেওয়া হয়নি।

মহিলা স্বশক্তিকরণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: প্রত্যেক মহিলাকে রোজগারের আওতায় আনাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মহিলা স্বশক্তিকরণে রাজ্য সরকার একাধিক জনমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণ করে চলেছে। আজ উদয়পুরের কে.বি.আই. স্কুল প্রাঙ্গণে গোমতী জেলাভিত্তিক তৃতীয় সরস মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলারা আজ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন এবং সমাজ ও অর্থনীতির মূল স্রোতে যুক্ত হচ্ছেন। এ ধরনের মেলার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও কর্মসংস্থানের পথ আরও সুদৃঢ় করছে। তিনি বলেন, ভারতকে শক্তিশালী করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রামীণ উৎপাদন ও দেশীয় পণ্যকে উৎসাহিত করতেই সরস মেলার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বসহায়ক দলের মহিলাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাঁদের আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। অর্থমন্ত্রী শ্রীসিংহ রায় আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। উন্নত সড়ক, পরিবহণ ও অবকাঠামোর ফলে গ্রামের মানুষ এখন খুব সহজেই তাদের উৎপাদিত পণ্য শহরের বাজারে নিয়ে আসতে পারছেন। এরফলে একদিকে যেমন কৃষক ও উৎপাদকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন, অন্যদিকে শহরের বাজারেও তাজা ও মানসম্মত পণ্যের সরবরাহ বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে এই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং শহর গ্রামের দূরত্ব কমিয়ে আনছে। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ৫৫ হাজার স্বনির্ভর সহায়ক দল রয়েছে। রাজ্যে লাখপতি দিদির সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে গোমতী জেলায় ১৫ হাজার ৭৪০ জন লাখপতি দিদি রয়েছেন। এরফলে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়েছে, তেমনি পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, দিদিরা এখন স্বাস্থ্যসম্মত অর্গানিক আবির প্রস্তুত করছেন, যা পরিবেশবান্ধবের পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও নিরাপদ। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যাতে আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে এবং স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে "ড্রোন দিদি" প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মহিলারা আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষিকাজে ড্রোনের ব্যবহার করতে পারছেন। এতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার বলেন, মহিলাদের উন্নতি হলে পরিবারের উন্নয়ন হবে। রাজ্যের তথা দেশের উন্নয়ন হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (পিপি) সঞ্জিত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি এবং টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যথাক্রমে শিল্পী দাস এবং ঝর্ণা রাণী দাস প্রমুখ। জেলাভিত্তিক সরস মেলায় ৮০টি স্টল খোলা হয়েছে। স্বসহায়ক দলের মহিলারা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে এই মেলায় অংশ নিয়েছেন। এছাড়া এদিন সব্জি, ফুল উৎপাদনের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা এবং জেলাভিত্তিক মৎস্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

প্রগতি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় হেরোইন সহ দুই নেশা কারবারি গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পশ্চিম থানার পুলিশ বুধবার গভীর রাতে প্রগতি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন সহ দুই নেশা কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ধৃতদের নাম বান্টি নায়েক ও সুজিত রায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনেরই বাড়ি রাধানগর এলাকায়।

পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই প্রগতি স্কুল ও তার আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় নেশা দ্রব্যের অবৈধ কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল এই চক্র। বিশেষ করে যুব সমাজকে লক্ষ্য করে তারা হেরোইন সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার পর গোপনে নজরদারি চালানো হয় এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পরই বুধবার রাতে অভিযান চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন পুলিশ দুই অভিযুক্তকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য এক লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। উদ্ধার হওয়া নেশা দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জী জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে নেশা চক্রের সঙ্গে জড়িত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে আরও বেশ কয়েকজন নেশা কারবারিকে আটক করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি আরও জানান, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, কোথা থেকে নেশা দ্রব্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল এবং কোন কোন এলাকায় সরবরাহ করা হতোসেসব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত জোরদার করা হয়েছে এবং নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশ আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেও জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করছে: পরিসংখ্যান মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার জন্য যে প্রয়াস নিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করার জন্য শিল্প উৎপাদক সূচক (আইআইপি বা ইনডেক্স ইন্ডাস্ট্রিয়েল প্রোডাকশন) বিষয়ক কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কেননা পরিসংখ্যান দপ্তরের উদ্যোগে যে ডেটা কালেকশন করা হয় তা দেশের ও রাজ্যের পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। পরিসংখ্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ প্রজ্ঞাভবনের ২নং হলে আয়োজিত দু"দিনব্যাপী শিল্প উৎপাদন সূচক জাতীয় স্তরের কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন।

পরিসংখ্যান দপ্তরের উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই জাতীয় কর্মশালায় হরিয়ানা, উত্তরাখন্ড, মেঘালয়, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মিজোরাম, জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, দিল্লি, রাজস্থান, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খন্ড ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের পরিসংখ্যান দপ্তরের অধিকর্তা, অতিরিক্ত অধিকর্তা, যুগ্ম অধিকর্তা, উপ অধিকর্তা, সহ অধিকর্তা, সিনিয়র স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার ও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী প্রতিনিধিগণ অংশ নিয়েছেন।

কর্মশালার উদ্বোধন করে পরিসংখ্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা কর্মশালায় উপস্থিত জাতীয় স্তরের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। তিনি রাজ্য সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনেক পুরস্কার লাভ করেছে। পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরও সঠিক, আধুনিক করে তোলার জন্য এই ধরণের কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রবৃদ্ধির সূচক নিরুপণে পরিসংখ্যানের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি এই কর্মশালার সফলতা কামনা করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মিনিস্ট্রি অব স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন-এর ডিরেক্টর জেনারেল এন কে সন্তোষী ত্রিপুরা জাতীয় স্তরে শিল্প উৎপাদক সূচক বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করায় এ রাজ্যকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি শিল্প উৎপাদক সূচকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, পরিসংখ্যান আমাদের দেশে, সরকারি পলিসি নির্ধারণে ও ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মিনিস্ট্রি অব স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন-এর অধিকর্তা দীপক ধানাওয়াত।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিসংখ্যান দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা চিরঞ্জীব ঘোষ। এরপর শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন। টেকনিক্যাল সেশনে মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিসটিক্স ও প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন-এর অধিকর্তা দীপক ধানাওয়াত এবং সিনিয়র স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার নীরজ দ্বিবেদী পরিসংখ্যানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়াও আয়োজিত হয় মতবিনিময় অনুষ্ঠান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিসংখ্যান দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পল এস ডার্লং।

কর্মজীবি মহিলাদের জন্য অস্থায়ী সখি নিবাসের উদ্বোধন বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি: কর্মজীবি মহিলাদের জন্য অস্থায়ী সখি নিবাসের উদ্বোধন হলো বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হল সংলগ্ন নাইটিঙ্গেল শেল্টার হাউসে। জেলা সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুর একটায় জেলা সভাধিপতি দীপক দত্তের হাত ধরে পথ চলা শুরু হলো সখি নিবাসের।

উদ্বোধক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর হৈমন্তী শুক্লা রায় বর্মন , অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা, মহকুমা শাসক দেবাশিস দাস, সমাজসেবি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিরা। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক প্রবীর দেববর্মার স্বাগত আলোচনার পর বাল্য বিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার শপথে অঙ্গীকার করেন অতিথিরা সহ বিভিন্ন প্রান্তের উপস্থিত মহিলারা।

নাইটিঙ্গেল শেল্টার হাউসে দ্বিতল ভবনে অস্থায়ীভাবে সতের শয্যা বিশিষ্ট সখি নিবাসের উদ্বোধন হয়। দক্ষিণজেলাতে দুটি সখি নিবাস গড়ে তোলা হচ্ছে একটি বিলোনিয়া ও অপরটি শান্তিরবাজারে। যেসকল মহিলারা বাড়ি থেকে দূরে স্বল্প বেতনে চাকরি করে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাদেরকে রাত্রিকালীন মাথা গোজার ঠাঁই হিসেবে সখি নিবাস গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি উদ্যোগে। উদ্বোধনী ভাষনে এই আলোচনা করেন।

উদয়পুরে নেশার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের জোরদার অভিযান, গকুলপুরে অবৈধ মদ ও গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: উদয়পুর মহকুমার গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন নতুন গতি পেয়েছে। গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দেবনাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে 'মহিষাসুর মর্দিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে উঠেছে, যার মূল লক্ষ্য এলাকাকে নেশামুক্ত করা। এই উদ্যোগে মহিলাদের পাশাপাশি এলাকার বহু পুরুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

সূত্রের খবর, গতকাল গভীর রাতে আরএফ টিলা এলাকায় বাচ্চু সূত্রধরের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিলাতি মদ ও গাঁজা মজুদ রয়েছেএমন গোপন খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই 'মহিষাসুর মর্দিনী' সংস্থার নেতৃত্বে এলাকার একাধিক মহিলা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং নেশার কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন।

ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশ দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে বাচ্চু সূত্রধরের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিলাতি মদ ও গাঁজা উদ্ধার করে। অধিক রাত পর্যন্ত চলা এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় জানান, নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং এধরনের অবৈধ কারবারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, এলাকাবাসীর দাবি, নেশামুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের এই ধরনের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অমরপুর-গন্ডাছড়া সড়ক অবরোধ

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী : দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের অভাবে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন অমরপুর-গন্ডাছড়া সড়কের পশ্চিম সন্তাজয় পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। অবশেষে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ সড়ক অবরোধে নামে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল ও বেহাল রাস্তার সমস্যায় ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বারবার প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে সাধারণ মানুষ এবং সড়ক অবরোধে বসেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে অতিসত্বর সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে এলাকাবাসী।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের অভিযান, দুই গাড়ি থেকে ১৪টি গবাদি পশু উদ্ধার

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে দুইটি গাড়ি থেকে ১৪টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে। সাথে গাড়ি সহ গাড়ি চালককে আটক করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে নতুনবাজার থানার অর্নগত ভগবানটিলা বিওপি সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে গবাদি পশু পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে।ওই খবর পেয়ে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে দুইটি গাড়িকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি দু'টি থেকে মোট ১৪টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়। এদিকে, একটি গাড়ির চালক জাকির হোসেনকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু অন্য গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আটক গাড়ির চালককে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উদ্ধারকৃত গরুগুলো নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মৃত রোগী আটকে রেখে টাকা আদায়ের অভিযোগ

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি: আগরতলার আইএলএস হাসপাতালের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে রোগীর আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এই অভিযোগ এনেছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা।পরিবারের দাবি, গত ২ ফেব্রুয়ারি আরাধনা দত্ত নামে এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে আইএলএস হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক রোগীর পরিবারের কাছে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার পরিস্থিতি বদলে গিয়ে মাত্র এক মিনিটের সময় দিয়ে রোগীর আশা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু ফের বলেন , রোগী জীবিত রয়েছে।

পরিবারের আরও অভিযোগ, গতকাল গভীর রাতে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন যে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পরে রোগীর আত্মীয়রা মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুললে চিকিৎসক আবার বলেন, "মিরাক্কেল হয়েছে, রোগী আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।" অভিযোগ অনুযায়ী, গত ২ তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই বারবার ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়ে পরিবারকে মানসিকভাবে চাপে রাখা হয়েছে। রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করার প্রস্তাব দিলে আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নাকি জানিয়ে দেয়, রোগী হাসপাতাল থেকে বের করলে তার মৃত্যু হবে। পাশাপাশি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও ধরনের মেডিক্যাল সাপোর্ট দেবে না এবং রোগীর মৃত্যু হলে ডেথ সার্টিফিকেটও দেওয়া হবে নাএমন হুমকির অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে রোগীর আত্মীয়-পরিজন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাদের অভিযোগ, অর্থ দোহনের উদ্দেশ্যেই আইএলএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর পরিবারকে প্রতারণা করেছে। তাদের রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টাকার লোভে মৃত ব্যক্তিকে রেখে অর্থ আত্মসাৎ করছে। বিষয়টি নিয়ে এখন শহরজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে।

পশ্চিম জেলার ভোক্তা আদালতের সভাপতি অপসারণ ইস্যুতে ফের ত্রিপুরা বার অ্যাসো-র বৈঠক

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী : পশ্চিম জেলার ভোক্তা আদালতের সভাপতি অপসারণ ইস্যুতে ফের ত্রিপুরা বার অ্যাসো-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে আইনজীবীরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, বিচারক গৌতম সরকার নিয়মিতভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আদালতে হাজির হন এবং এমনকি চেম্বারে বসেই মদ্যপান করেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। কর্মচারীদের অভিযোগ, নেশার ঘোরে তিনি অফিস স্টাফদের সঙ্গে কদাচিৎই অনুচিত আচরণ করেন। এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং অবশেষে প্রকাশ্যে আসায় আদালতের কর্মী ও আইনজীবীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। ফলে, বাধ্য হয়েই বার অ্যাসোসিয়েশন সর্বসম্মতভাবে আদালত বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে সব অভিযোগ তুলে ধরে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছিল।

আজ ফের পশ্চিম জেলার ভোক্তা আদালতের সভাপতি অপসারণ ইস্যুতে ত্রিপুরা বার অ্যাসো-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে আইনজীবীরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এক আইনজীবী বলেন,পশ্চিম জেলা ভোক্তা আদালতের সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠার পর ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন অনির্দিষ্টকালের জন্য আদালতে মামলা লড়তে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমনকি সরকারকে তিন দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর অপসারণ দাবি মানে নি সরকার। তাঁর কথায়, বর্তমানে মহিলা আইনজীবী সভাপতির রুমে যেতে চান না। তাই যতদিন না পর্যন্ত ভোক্তা আদালতের সভাপতিকে অপসারণ করা না হবে ততদিন আইনজীবীদের আন্দোলন ব্যাহত থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas